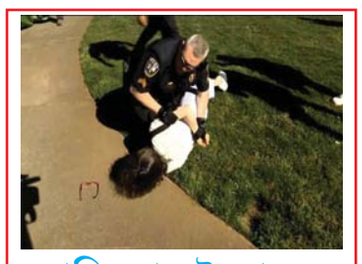

আমিরকায় ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ থেকে ৫০ অধ্যাপক গ্রেফতার

সারে-জমিন

ভোটের পর ক্রিকেট খেললেন ইউসুফ পাঠান

রূপসী বাংলা

ভারতে জনগণই গণতন্ত্রকে পতনের পথে টেনে নামাচ্ছে

সম্পাদকীয়

তীব্র জলসঙ্কটে তুলসীহাটার আটটি গ্রামের বাসিন্দা

সাধারণ

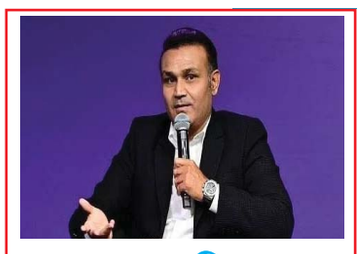

৪০০ কোটি লাভ করেন, তবু ক্ষোভ কেন, মন্তব্য শেহবাগের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৪ মে, ২০২৪
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৫ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 130 ■ Daily APONZONE ■ 14 May 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ফের কোভিড সংক্রমণ শুরু মহরাষ্ট্রে, তবে ভয়াবহ নয়!

আপনজন ডেস্ক: মহারাষ্ট্রে নতুন কোভিড -১৯ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের ৯১ টি কেস নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রধানত কেপি.১.১ এবং কেপি.২ স্ট্রেন রয়েছে। সাবভ্যারিয়েন্ট কেপি.২ পূর্বে প্রচলিত জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টকে ছাড়িয়ে গেছে এবং এটি অনেক দেশে প্রধান ভ্যারিয়েন্ট। পুনেতে ৫১ টি কেস এবং থানেতে কেপি.২ এর ২০ টি কেস রিপোর্ট করা হয়েছে, যা জানুয়ারিতে বিশ্বব্যাপী প্রথম শনাক্ত হয়েছিল। স্বাস্থ্য দফতর সূত্র জানিয়েছে, মার্চ ও এপ্রিলের মধ্যে এটি এই অঞ্চলে প্রভাবশালী স্ট্রেনে পরিণত হয়েছিল। তবে নতুন ভ্যারিয়েন্টের কারণে হাসপাতালগুলিতে গুরুতর রোগী বা রোগী ভর্তির দেখা মেলেনি। অমরাবতী ও ঔরঙ্গাবাদে সাতজন করে কোভিড আক্রান্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোলাপুরে দু'জন এবং আহমেদনগর, নাসিক, লাতুর এবং সাঙ্গলিতে কেপি.২ ভ্যারিয়েন্টের একটি করে কেস ছিল। তাঁরা কেউই মুম্বইয়ের বাসিন্দা ছিলেন না। মার্চ ও এপ্রিলের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে দেখা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রে কেপি-২ (৫১), থানে (২০), অমরাবতী (৭), ঔরঙ্গাবাদ (৭), সোলাপুর (২), আহমেদনগর (১), নাসিক (১), লাতুর (১) এবং সাঙ্গলিতে (১) কেস রয়েছে।

বিজেপি মিথ্যা আখ্যানে এসসি, এসটিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে ঢাল করছে: মমতা

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে এবং ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকে সমর্থনে জেলার বনগাঁ ও ব্যারাকপুরে জোড়া সভা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বনগাঁ পাইক রোডে অভিযান সংঘের মাঠে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকার উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপিকে নিশানা করে করা সমালোচনা করেন। পাশাপাশি লোকসভা ভোটের ফলাফল নিয়েও ভবিষ্যৎবাণী করেন। এ দিন সভা মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ, ল্যান্ড পোর্টের কাজে যুক্ত ৪০-৫০ হাজার শ্রমিকের ভবিষ্যৎ, সন্দেশখালির ঘটনা, মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। সন্দেশখালির মা বোনেদের অসম্মান করার জন্য বিজেপি টাকা খরচ করছে বলে অভিযোগ করেন মমতা। তিনি বলেন, সন্দেশখালির মা বোনেদের অসম্মান করার জন্য টাকা খরচ করছে, মদ দিচ্ছে, বোমা-গুলি-পিস্তল দিচ্ছে । যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে । আমি ওদের বলি একটা মা-বোনেদের সম্মান চলে গেলে সেই সম্মান ফিরবে না। নারীদের আত্মসম্মান নিয়ে খেলবেন না, মা-বোনের মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ষড়যন্ত্র করবেন না।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে সন্দেশখালির এক বিজেপি নেতাকে বলতে শোনা যায়, "পুরো ষড়যন্ত্রের" পিছনে থাকা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশেই মহিলাদের বিক্ষোভ সাজানো হয়েছে।

এরকম আরেকটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা মহিলাদের একাংশ দাবি করেছেন, বিজেপি নেতারা তাঁদের একটি ফাঁকা কাগজে সই করান এবং থানায় যেতে বাধ্য করেন। এদিনের জনসভায় মমতা নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে বলেন, জেনে রাখো, আমাদের এখানে মা বোনেদের গায়ে হাত দিতে গেলে সবাই ভয় পায় । হাত দিলে তাকে জেলে থাকতে হয় । এটা তোমাদের উত্তরপ্রদেশ নয়, মধ্যপ্রদেশ নয় যে, তফসিলিদের উপর অত্যাচারে ভারতে এক নম্বর। এটা বাংলা। এটা রবীন্দ্রনাথের বাংলা । এই বাংলায় অনেক মানুষ অনেক ধর্ম অনেক সম্প্রদায় ।

মতুয়াদের নিঃশর্তে অধিকার দিচ্ছেন না কেন মোদী? প্রশ্ন তুললেন মমতা মমতা বললেন, "মতুয়াদের প্রতি যদি মোদীর এত ভালবাসা, তবে তাঁদের নিঃশর্তে অধিকার দিচ্ছেন না কেন মোদী? ফর্ম ফিল আপ করতে বলছেন না কেন? এমনিই দিয়ে দিন। করবে না। আপনারা বরং এক কাজ করুন। এখানকার যে বিজেপি প্রার্থী তাঁকে বলুন আবেদন করতে, ফর্ম ফিল আপ করতে। দেখবেন করবে না। কেন করেনি? তার কারণ তিনি বিদেশি হয়ে যাবেন। কেউ করেনি। আসলে এটা একটা চক্রান্ত।

বিজেপির বিরুদ্ধে কাজ না করার জন্য গেরুয়া শিবির কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে উত্তর ২৪ পরগনার মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে রাজ্যের শাসক দলের কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে তৃণমূল।

তিনি বলেন, 'মোদীজি গতকাল বলেছেন বাংলায় সিএএ লাগু হবে। আমরা বুঝতে পারি না কেন কাউকে নতুন করে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে বা কেন কাউকে ৫০ বছরের পুরনো নথি দেখাতে হবে যাতে প্রমাণ হয় যে তার পরিবার বাংলাদেশ থেকে এসেছে। কেউ যদি কোনো শর্ত ছাড়া আবেদন করতে চায়, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর কেন সিএএ-র জন্য আবেদন করেননি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিজেপি যদি পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করতে চায়, তাহলে আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার বিরোধিতা করব। লোকসভা ভোটের সারা দেশের নিরিখে কেমন ফলাফল হবে তা নিয়ে মমতা বলেন, 'মোদী সরকার দেশ থেকে যাবে। আপনাদের দিদি দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের সরকার গড়বে। এখনও পর্যন্ত হিসাব বলছে, বিজেপি ২০০-ও পার করবে না। বড়জোর ১৯৫। আর 'ইন্ডিয়া' ৩১৫ পাবে।'' মঞ্চ থেকে 'মোদীবাবু যায়েগা' বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন মমতা। দর্শকাসন থেকে উত্তর এল 'দিদি আয়েগা'। শুনে মমতা বললেন, দিদি তো এখানে আপনাদের সঙ্গেই আছে। তবে দিদি দিল্লিতে বিরোধী জোট ইন্ডিয়াকে নিয়ে আসবে। তিনি আরও বলেন, বাংলায় আমরা একাই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি, কারণ কংগ্রেস ও বামেরা বিজেপিকে সাহায্য করছে।

নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর দেখা সবচেয়ে স্বৈরাচারী, প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি সমস্ত বিরোধী নেতাকে কারাগারে রাখতে চান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অভিযোগ করেন, মহিলাদের জন্য রাজ্যের আর্থিক সহায়তা প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বন্ধ করার চক্রান্ত করছে বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে সংবিধান পরিবর্তন এবং ভারতের বহুত্ববাদী চেতনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির জন্য মুসলিমদের পক্ষে সংরক্ষণের চক্রান্ত করছে এমন মিথ্যা আখ্যান তৈরি করে এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ঢাল করার চেষ্টা করছে বিজেপি। এমন ঘটনা কি কখনও ঘটতে পারে? আমি বিজেপিকে বলব, আগুন নিয়ে খেলবেন না।

এ দিন সন্ধ্যায় বনগাঁ ও ব্যারাকপুর এর জনসভার ছবি নিজস্ব ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নিশানা করে লেখেন, 'ভোটের জন্য এতটা নোংরা রাজনীতি করতে আমি কোনোদিন কোনো দলকে দেখিনি। মিথ্যের ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে দেশ জুড়ে এক ভয় এবং হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করছে। কিন্তু এরা ভুলে যাচ্ছে, বাংলা তথা ভারতের মানুষ ইতিমধ্যেই তাদের বর্জন করতে শুরু করে দিয়েছে। '৪০০ পার' এখন শুধু অলীক স্বপ্ন! আমার জীবন সংগ্রামের আবরণে আবৃত। আমি মানুষের জন্য লড়াই করতে বিন্দুমাত্র ভাবিত হই না। যদি ৩৪ বছরের বাম অপশাসনের পতন ঘটিয়ে রাজ্যবাসীকে নতুন ভোরের আলো এনে দিতে পারি, তাহলে এই সাম্প্রদায়িক বিজেপিকেও দিল্লির মসনদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত করব - এটা আমার প্রতিজ্ঞা।' আগামী ২০ মে, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস এবং ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শ্রী পার্থ ভৌমিককে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে, বিপুল ভোটে জেতানোর আহ্বান জানান।

রাজ্যে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়াই আট কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে ভোট

ভোট পড়ল ৭৫.৬৬ শতাংশ

বহরমপুর কেন্দ্রের কান্দি এলাকার একটি বুথে ভোটারদের লাইন

আপনজন ডেস্ক: অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে হিংসার ঘটনার মধ্যে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় সোমবার বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ৯৬টি আসনে ৬২ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) জানিয়েছে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬২.৩১ শতাংশ। আনুষ্ঠানিক ভোটগ্রহণ শেষ হয় সন্ধ্যা ৬টায়। জম্মু ও কাশ্মীরে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে ৩৫.৭৫ শতাংশ ভোটার এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭৫.৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছে।

অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৮.০৪ শতাংশ, বিহারে ৫৪.১৪ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৬৩.১৪ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৬৮.০১ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৫২.৪৯ শতাংশ, ওড়িশায় ৬২.৯৬ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ৬১.১৬ শতাংশ এবং উত্তরপ্রদেশে ৫৬.৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব সোমবার সাংবিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা হয়েছে । শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ৮ টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। মোট ভোটার দের সংখ্যা ১ কোটি ৪৫ লাখ ৩০৭০০ ছিল। মোট ৮ টি লোক সভা কেন্দ্রে মোট ভোট কেন্দ্রে ছিল ১৫৭০৭ ছিল। ৭৫ জন প্রার্থী ছিলেন। তার মধ্যে মহিলা প্রার্থী ছিলেন ১৬ জন। সাধারণ ৫ জন পুলিশ অবজারভার ছিলেন। ৫৭৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। ৩০০০৯ জন রাজ্য পুলিশ এবং ১৭১ টি কিউআরটি ছিল। এখন পর্যন্ত ৩৪২.৩৫ কোটি টাকা দ্রব্য মূল্য বেআইনি উদ্ধার হয়েছে।

কয়েকটি স্থানে বুথ দখল, ভোট দিতে বাধা এবং প্রতিপক্ষের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া বেশির ভাগ স্থানে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল বলে জানা গেছে।

সিবিএসই দশম ও দ্বাদশেও আল-আমীনের উজ্জ্বল ফল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: চার দশকের আল-আমীনের শিক্ষা অভিযান শুরু হয়েছিল বাংলা মাধ্যমের ৭ জন পড়ুয়া নিয়ে। পরবর্তীকালে এক দশক আগে শুরু হয়েছে মিশনের ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থা। মিশনের ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরাও বাংলা মাধ্যমে মিশনের চমকপ্রদ সাফল্যের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করছে। ১৩ মে প্রকাশিত এবছরের রেজাল্টেও সেই ধারা বিদ্যমান। রাজ্যের চারটি– খড়গপুর, বীরভূমের চিনপাই, শিলিগুড়ির মিলনমোড়, মালাদা ও মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর অর্থাৎ মোট পাঁচটি বয়েজ ক্যাম্পাস এবং শিলিগুড়ি ও বীরভূমের দুটি গার্লস ক্যাম্পাসের মোট ২১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী সিবিএসই দশমের পরীক্ষায় এ বছর বসেছিল। ৯৫ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী, ৯০ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ৪৬ জন, ৮৫ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ৯৮ জন, ৮০ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ১৩৫ জন, ৭৫ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ১৬২ জন। ২১৭ জনের মধ্যে ৯৭.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে আল-আমীনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঝাড়খণ্ড প্রদেশের সাহিবগঞ্জের মহ. মইনুদ্দিনের সন্তান মিলনমোড় শাখার নওয়াজ মুন্তাসির। ওই শাখারই ছাত্র সাহান শেখ ৯৬.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। সাহানের বাড়ি নদীয়া জেলায়। তৃতীয় ও চতুর্থ হয়েছে যথাক্রমে চিনপাই শাখার

নওয়াজ মুনতাসির
(দশম, ৯৭.৪%)

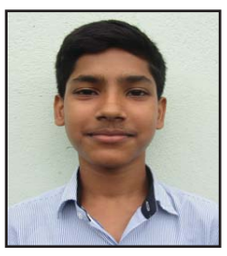

সাহান সেখ
(দশম, ৯৬.৮%)

আলিফ তানজিম
(দশম, ৯৬.৮%)

সাদাব ওয়ারিশ
(দশম, ৯৬.৪%)

সৌনক সুলতানা
(দশম, ৯৩.৬%)

সুলতানা হাইফা পারভিন
(দশম, ৯৩.৪%)

ইয়ামিন সেখ
(দ্বাদশ, ৯৪.৪%)

মামুন খান
(দ্বাদশ, ৯২.৬%)

আসিফ বিশ্বাস
(দ্বাদশ, ৯২.২%)

শান মোল্লা
(দ্বাদশ, ৯২%)

মান্নাত সুলতানা
(দ্বাদশ, ৯০%)

মহ. রাজেবুল হক (৯৬.২ শতাংশ) এবং খড়গপুর শাখার শেখ আলিফ তানজিম (৯৬ শতাংশ)। ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছে চিনপাই শাখার শৌনক সুলতানা (৯৩.৬ শতাংশ) ও শিলিগুড়ি গার্লস শাখার সুলতানা হাইফা পারভিন (৯৩.৪ শতাংশ)।

মিশনের পড়ুয়াদের দ্বাদশ শ্রেণির ফলও উৎসাহব্যাঞ্জক। খড়গপুর শাখায় ছাত্র ও শিলিগুড়ি শাখায় ছাত্রী অর্থাৎ উভয় আবাসিক শাখায় কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিভাগ বর্তমান। এবছর সিবিএসই দ্বাদশ পরীক্ষায় মোট ৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রী বসেছিল। এদের মধ্যে ৯৪.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে প্রথম হয়েছে খড়গপুর শাখার মুর্শিদাবাদ জেলার ছাত্র মহ. ইয়ামিন শেখ। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হয়েছে যথাক্রমে খড়গপুর শাখারই পশ্চিম মেদিনীপুরের মহ. মামুন খান (৯২.৬% নম্বর), নদীয়া জেলার আসিফ বিশ্বাস (৯২.২%), উত্তর ২৪ পরগণার শান মোল্লা (৯২%) ও বীরভূমের আম্মার আজমাল হাকিম(৯০.৬)। ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে হাওড়া জেলার ছাত্রী শিলিগুড়ি শাখার মান্নাত সুলতানা। ৯০ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী, ৮৫ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ১৩ জন, ৮০ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ২৩ জন, ৭৫ শতাংশ ও তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে ২৮ জন। সিবিএসই দশম ও দ্বাদশের এই ফলাফলে মিশনের সমস্ত শাখায় স্বভাবতই খুশির পরিবেশ। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মুবারকবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মিশনের ইংরেজি মধ্যমের শাখায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য দিন প্রতিদিন অভিভাবক-অভিভাবিকাদের চাহিদা বাড়ছে। সেকারণে আমাদের নতুন শাখা চালু করতে হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত ক্যাম্পাস ছাড়াও বহরমপুর (বয়েজ), বজবজ (বয়েজ) এবং সাঁতরাগাছি (গার্লস, একাদশ-দ্বাদশ) ক্যাম্পাস ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিপুল আবেদন ও অনুরোধের কারণে আগামী ২৬ মে বিশেষ প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, মিশনের বাংলা মাধ্যমের ক্যাম্পাসেও প্রায় এক চতুর্থাংশ সিলেবাস ইংরেজি মাধ্যমেই পড়ানো হয়। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই এনসিআরটি সিলেবাসের সঙ্গে পরিচয় থাকা পরবর্তীকালে নিট, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পরীক্ষায় সাফল্যের সহায়ক হয়।

> সিবিএসই দশম ও দ্বাদশের এই ফলাফলে মিশনের সমস্ত শাখায় স্বভাবতই খুশির পরিবেশ। ছাত্র-ছাত্রীদের মুবারকবাদ জানাই।
>
>
>
> এম নুরুল ইসলাম
> *সম্পাদক, আল আমীন মিশন*

ভালো পড়াশোনা ও আদর্শ মানুষ গড়ার ঠিকানা

আল-আমীন মিল্লী মিশন

গ্রাম ও পোঃ - হটুগঞ্জ, থানা : উস্থি, ব্লক - মগরাহাট-১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

সাফল্য : মাধ্যমিক ২০২৪

মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	স্টার	প্রথম বিভাগ	সর্বোচ্চ নম্বর (%)
৪৮ জন	৪৮	২৩	৩৫	৬৫১ (৯৩%)

আজম তাসাদ্দুক মহঃ ৬৫১ (৯৩%) | মমতাজুল হাসান সেখ ৬৫০ (৯২.৮৫%) | ইহতিসামউল হক গাজী ৬৪৯ (৯২.৭২%) | রাজিবুল ইসলাম মোল্লা ৬৪১ (৯১.৫৮%)

সাফল্য : উচ্চমাধ্যমিক ২০২৪

মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	স্টার	প্রথম বিভাগ	সর্বোচ্চ নম্বর (%)
৩০ জন	৩০	১৯	১১	৪৫৯ (৯২%)

জসিম উদ্দিন নাইয়া ৪৫৯ (৯২%) | জাহির আল কাবির ৪৪১ (৮৮.২%) | ইনজামাম মোল্লা ৪৪০ (৮৮%) | আহমাদুল্লাহ বৈদ্য ৪৩৮ (৮৮.৬%)

ভর্তি চলছে

একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র ভর্তি চলছে। আসন সীমিত।

সত্বর যোগাযোগ করুন 9732 875 996 / 9831 531 306

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান : জি.ডি চ্যারিটেবল সোসাইটি

প্রধান উপদেষ্টা
সেখ নুরুল হক
আই.এ.এস, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পিএসসি

মহঃ আবদুল গাফফার
চেয়ারম্যান
আল আমীন মিল্লী মিশন

মহঃ আবদুল ওহাব
সাধারণ সম্পাদক
আল আমীন মিল্লী মিশন

নতুন উদ্যোগ : বালিকা বিভাগের কাজ শুরু হয়েছে ❖ অদূর ভবিষ্যতে এতিমখানা শুরু করার পরিকল্পনা আছে।

প্রথম নজর

ভাগীরথীতে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু। একজনের দেহ উদ্ধার হলেও আরো এক বন্ধুর খোঁজে ভাগরথী নদীতে চলছে তল্লাশি। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইংলিশ বাজার থানার মহদিপুর বাজার এলাকায়। জানা যায় এদিন দুপুরে দেবাশিষ মন্ডল সহ দুই বন্ধু মিলে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নামে। স্নান করার সময় তলিয়ে যায় তারা দুজনেই। এরপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর দেবাশীষ মন্ডলের দেহ উদ্ধার হলেও আরো এক বন্ধু কয়েক ঘন্টা পরে খোঁজ মেলে । জানা গেছে দেবাশিষ মন্ডল এর বাড়ি রামনগর এলাকায়। আরেকজনের নাম ঠিকানা এখনো জানা যায়নি।

হাওড়ায় বাম প্রার্থীর মিছিল

আপনজন: সোমবার সকালে হাওড়ার দক্ষিণ সাঁকরাইলের চাঁপাতলা থেকে মানিকপুর পর্যন্ত কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য মহ: সেলিম।

পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা তৃণমূলের, বুথে বুথে ঘুরলেন অধীর

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: সোমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচন। বহরমপুর লোকসভার কেন্দ্রের অন্তর্গত কান্দি বিধানসভার শাসপাড়াতে বুথের কাছেই ভোটারদের মুড়ি-ঘুগনি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে কংগ্রেস ও তৃণমূল। বুথের কাছেই পাত পেড়ে ভোটারদের মুড়ি-ঘুগনি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে তৃনমূল কংগ্রেস। জানা যায়, কান্দির আন্দুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসপাড়াতে বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে মুড়ি-ঘুগনি খাওয়াচ্ছিল কংগ্রেস এবং তৃণমূলও। পরে কান্দি থানার পুলিশ গিয়ে তুলে দেয়। দেদার চলল ঘুগনি রান্না। পলিব্যাগের ভিতর ঠাসা রয়েছে সাদা মুড়ি। ওপর দিয়ে ছড়ানো হয় ঘুগনি। কোথাও আবার উপরি পাওনা চপ, গোটা কয়েক ফুলুরি। সঙ্গে শিশু থাকলে তার জন্যও বরাদ্দ থাকছে এসব। বুথের সামনেই খাটিয়া-বেঞ্চ টেবিল পেতে ভোটারদের আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন কয়েকজন।

অন্যদিকে ভোট শুরুর আগেই কংগ্রের এজেন্টকে ভোট কেন্দ্র থেকে বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস এজেন্টদেরকে বুথ থেকে বের করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার ভোট চলাকালীন ধুন্ধুমার বেঁধে যায় মুর্শিদাবাদের বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বড়ঞা বিধানসভা এলাকার হরিবাটী গ্রামে। যদিও সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনাতে পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠি চালানোর অভিযোগ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস। বড়ঞা ব্লক সভাপতি গোলাম মুর্শেদ বলেন, “ সকাল থেকেই কংগ্রেসের এজেন্ট রয়েছে। তবে বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার দৃষ্টিহীন এবং প্রতিবন্ধী ভোটারদের ভোট দেওয়া নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরি করছিলেন। তৃণমূলের এজেন্ট সেই নিয়ে প্রতিবাদ করলে প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে তার বচসা বেঁধে যায়। সেই সময় সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গিয়ে লাঠিচার্জ করে।”

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের ছাতিনাকান্দি আদিদাপাড়া জিএসএফপি বিদ্যালয়ের ১৯২ নম্বর বুথে ভোট দান প্রক্রিয়ার শুরুতেই। ইভিএম খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাহত হল ভোট দান প্রক্রিয়া, সকাল থেকে ভোট দিতে এসে ভোগান্তির শিকার ভোটারদের।

এদিন দয়ানগরে অধীরবাবুর গাড়ি আটকায় পুলিশ। তাঁর কনভয়ে তিনটি গাড়ি ছিল। যে গাড়িতে তিনি চড়ছেন তার সঙ্গে ছিল একটি এসকর্ট ভ্যান ও তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীদের গাড়ি। কিন্তু পুলিশ জানায়, কেবল দুটি গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। একটি গাড়ি ছাড়তে হবে। এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে সামান্য বচসাও হয় অধীরের। পরে দেখা যায়, অধীর চৌধুরীকে তিনটি গাড়ি নিয়ে ‘মুভ’ করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে নির্বাচন কমিশন। তাই তাঁর সব গাড়িই ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এলাকার মানুষের বক্তব্য সার্বিকভাবে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে এবার মানুষ ভোট দিয়েছেন।

রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বহরমপুরে, ভোটের পর ক্রিকেট খেললেন ইউসুফ পাঠান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: চতুর্থ দফায় দেশের ৯৬ টি আসনে ভোটগ্রহণ হল সোমবার। যার মধ্যে বাংলার ৮টি আসনে ভোটগ্রহণ হয় এদিন। এবারে হাইভোল্টেজ লোকসভা কেন্দ্র বহরমপুর। সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ছুটে বেড়ালেন কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ছুটতে বাদ দেননি তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানও। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হয়েছে মোটের উপর শান্তিপূর্ণ। বহরমপুর, কান্দি, বেলডাঙ্গা, রেজিনগর, নওদা, বড়ঞা এবং ভরতপুর বিধানসভা নিয়ে তৈরি বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ১৮৭৯ টি। মহিলা পরিচালিত বুথ ২৩৫ টি, মডেল বুথ চার টি, স্পর্শকাতর বুথ ৫৫৮ টি। ৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে ৬১৭২ জন রাজ্য পুলিশের কর্মী এবং ২৩ টি কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন ছিল বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ০৭৮ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লক্ষ ৬ হাজার ৭৬০ জন, মহিলা ভোটার ৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৭৫ জন, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪৩ জন। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭৫.৩৬ শতাংশ। সকাল থেকেই বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার

খবর উঠে আসে বহরমপুর লোকসভার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সকাল ৭ টার সময় কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী বহরমপুর শহরের বিভিন্ন বুথে যান এবং সরজমিনে খতিয়ে দেখেন সেখানকার পরিকাঠামো।

সকাল ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃংখলার কথা জানান তিনি। কিছুক্ষণ পর তিনি বেরিয়ে যান বেলডাঙ্গার পথে।

দুপুরে বহরমপুরের খাগড়া এলাকায় তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে অধীর চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। অভিযোগ, একাধিক গাড়ি নিয়ে রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন অধীর চৌধুরী।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ শেষ মুহূর্তে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র কাশিমবাজার অবৈতনিক পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দেন অধীর। সকাল থেকে লোকসভার বিভিন্ন এলাকায় ছুটে বেড়াতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকেও। বহরমপুরের একটি বেসরকারি হোটেল থেকে সকাল ৭ টা নাগাদ ইউসুফ পাঠান বের হয়ে পৌঁছান বেলডাঙ্গার মির্জাপুর এলাকায়। বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করেন তিনি। সেখানে বুথের মধ্যে বুথ এজেন্টরা সেলফি তোলার সময় বিতর্ক তৈরি হয়, এজেন্টের হাত থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

বেলডাঙ্গা থেকে রেজিনগর, সেখান থেকে নওদা হয়ে বহরমপুর জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন ইউসুফ পাঠান। কিছুক্ষণ পর তিনি বহরমপুর শহরের বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনে যান। ভোট শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যা ৬ টার সময় বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে ক্রিকেটের ব্যাট হাতে বলে ছক্কা মারতে দেখা যায় ইউসুফকে। অধীর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন বা পুলিশ কি করছে সেটা তাদের কাজ, সেই বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমি এখান থেকে জিতছি।’

অধীর-ইউসুফের পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী ডঃ নির্মল কুমার সাহা, এসডিপিআই প্রার্থী রুনা লায়লা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নির্দল প্রার্থীরা একাধিক বুথ পরিদর্শন করেন। অনেকেই অনেকরকম অভিযোগ তোলেন এদিনের নির্বাচন নিয়ে।

বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার খবর আসতে থাকে সকাল থেকেই। যার মধ্যে সালারে তৃণমূল নেতার ইভিএমে বোতাম চিনিয়ে দেওয়া, ভরতপুরে সাধারণ ভোটারদের উপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিনা কারণে মারধর করা, নওদায় তৃণমূল কর্মী ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হওয়া, বড়ঞায় কংগ্রেস এজেন্টকে বসতে না দেওয়া, বেলডাঙায় কংগ্রেস এজেন্টকে মারধর করে বের করে দেওয়াসহ একাধিক খবর আসতে থাকে সারাদিন। শুধুমাত্র বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে কয়েকশো অভিযোগ জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। সব মিলিয়ে মোটের উপর রক্ত-বিহীন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হল বহরমপুরে।

হাজী নুরুলের সমর্থনে জনসভায় ব্যাপক ভিড়

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শেখ হাজী নুরুল ইসলামকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবার লক্ষ্যে ভোট প্রচারের মাধ্যম হিসেবে এলাকাভিত্তিক জনসভা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পথসভাকেই বেছে নিচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। রবিবার হাড়োয়ার ধনপোতা বাজারে তৃণমূল নেতা আব্দুল খালেক মোল্লা ফরিদ জামাদারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত জনসভা থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী এবং বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা সুজিত বসু। পাশাপাশি এই জনসভা থেকে নাটকের মাধ্যমে তৃণমূলের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং

নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের কড়া সমালোচনার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করেন নাট্য কর্মীরা। এদিন বক্তব্য রাখার সময় সুজিত বসু হাজী নুরুল ইসলামের জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আশা ব্যক্ত করে বলেন ‘কত মার্জিনে জিতবে সেটাই এখন দেখার।’ ভোটের বাকি কয়দিন তৃণমূলের সমস্ত নেতাকর্মীর সমর্থকদের নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুরোধ জানালেন, জনসভায় উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ হাত তুলে সুজিত বসুর অনুরোধে সাড়া দেন। তিনি বলেন, ‘দেশের প্রধানমন্ত্রী হিন্দু মুসলিম ভাগ করতে চাইছেন তাই লড়াইটা গণতন্ত্র রক্ষা করার লড়াই।’ দেশের বিভিন্ন সহিংসতার পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর কি ভূমিকা হওয়া উচিত তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। বিজেপি সংবিধান বদল করতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেন পাশাপাশি এক দেশ এক ভোটের বিরোধিতা করেন সুজিত বসু। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম বিপুল ব্যবধানে জয়ের ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করে সকলকে ভোট ঋণ দেওয়ার আহবান জানান। ভোট পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের ঋণ শোধ করে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। হাড়োয়া এলাকায় তৃণমূল নেতা আব্দুল খালেক মোল্লা ফরিদ জামাদারদের মাধ্যমে সমস্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে বলেও উল্লেখ করেন হাজী নুরুল। জনসভা শেষে আব্দুল খালেক মোল্লা সাংবাদিকদের জানান, এই জনসভায় উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ করছে হাড়োয়া থেকে হাজী নুরুল বিপুল ভোটে জিতবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নাকা চেকিং-এ উদ্ধার কয়েক লক্ষ টাকা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● তালদি

আপনজন: আর কয়েকদিন পর ১লা জুন শেষ দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাতে দক্ষিন ২৪ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট আছে।আর এই ভেটের আগে সর্বত্র নাকা চেকিং চলছে পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের উপস্থিতিতে।আর সোমবার বিকালে জয়নগর লোকসভার অন্তর্গত ক্যানিং থানার তালদি রাজাপুর এলাকায় ক্যানিং থানার পুলিশ ও নির্বাচন আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে নাকা চেকিং এর সময় প্রায় চার লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়।৫০০ টাকার নোটের আটটি বান্ডেল উদ্ধার হয় এদিন। একটি সাদা রঙের স্করপিও গাড়িতে ব্যাগে করে টাকা গুলো নিয়ে যাচ্ছিল জনৈক এক ব্যক্তি ।তবে ওই টাকার কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি ওই ব্যক্তি। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় টাকাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয় নির্বাচন আধিকারিক ও ক্যানিং থানা পুলিশের তরফে।২৪ ঘন্টা এই নাকা চেকিং চলছে প্রতিটি থানা এলাকার একাধিক পয়েন্টে।

নিজ গ্রামে ভোট দিলেন কাজল সেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সোমবার চতুর্থ দফা লোকসভার নির্বাচন এই নির্বাচনকে ঘিরে চলেছে উৎসবের মেজাজ। বীরভূমে দুটি কেন্দ্রে ভোট পর্ব চলছে, একটি বীরভূম অপরটি বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র। সকাল থেকে উৎসবের মেজাজে লাইন দিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন সাধারণ মানুষ। আজকে এরকম একটি চিত্র দেখা গেল নানুর বিধানসভার পাপুড়ি গ্রামে পাপুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ পরিবার নিয়ে সকাল সকাল তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন। সাধারণ মানুষ সুষ্ঠুভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন ভোট কেন্দ্রে গিয়ে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কুঞ্জ বিহারী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সপরিবারের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ভুয়ো এজেন্ট ধরলেন প্রার্থী রুনা

আলম সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: সোমবার সকাল থেকেই বুথ পরিদর্শনে ছিলেন এসডিপিআই-এর বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রুনা লাইলা, দুপুর নাগাদ নওদা বিধানসভার ত্রিমোহনীতে থাকা অবস্থায় খবর পান বহরমপুর বিধানসভার গুরুদাসপুর অঞ্চলের ২৬৪ নাম্বার বুথে তৃণমূলের এজেন্ট বসে আছে এসডিপিআই-এর নামে, যার ফলে গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এসডিপিআই কে তৃণমূলের দালাল উপাধি দেওয়া শুরু হয় তড়িঘড়ি এসডিপিআই প্রার্থী রুনা লাইলা বুথে পৌঁছান। বুথে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করেন রুনা লাইলা, খুঁজে পান তৃণমূলের ভুয়ো এজেন্ট, যার কোনো তথ্য না নিয়েই ভেতরে বসিয়ে রেখেছেন প্রিসাইডিং অফিসার। অফিসারকে এজেন্ট সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন রুনা লাইলা সেই

মুহূর্তে হাতেনাতে ধরা পড়ে তৃণমূলের ভুয়ো এজেন্ট, হাজির হন দৌলতাবাদ ওসি। ঘটনার তল্লাশি করে প্রিসাইডিং অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি ভুল স্বীকার করেন, ক্ষমা চান। দীর্ঘক্ষণ পোলিং বন্ধ থাকায় সেন্ট্রাল বাহিনী হাজির হন ইতিমধ্যেই ভুয়ো এজেন্ট সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পোলিং শুরু হয়। এসডিপিআই-এর নামে মিথ্যা অভিযোগ লাগিয়ে বদনাম করে থাকা তৃণমূলের স্থানীয় নেতা মূর্তুজ সেখ স্বীকার করেন ভুল করে এসডিপিআই-এর বদনাম হয়েছে, সেখানে এসডিপিআই-এর নামে কোন এজেন্ট ছিল না। এভাবে পার্টিকে বদনাম করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন রুনা লাইলা। তিনি বলেন, আমার দলের কেউ বদনাম করবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। এছাড়াও প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান দলের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাসুদুল ইসলাম।

অনুব্রতহীন বীরভূমে অভিযোগ ছাড়াই ভোট দান পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় ৮ টি কেন্দ্রে তথা রাজ্যের অন্যান্য ৬ টি কেন্দ্রের ন্যায় বীরভূমের দুটি আসনেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৩ ই মে। জেলার দু -একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট পর্ব মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভাবে বলে সূত্রের খবর। সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা যায় বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের হার ৭৭.৭৭ এবং বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে ৭৫.৪৫ শতাংশ। ভোটদানের প্রাক মুহূর্তে বোলপুরের ইলামবাজার ব্লকের ৮ নম্বর সংসদের ১২০ নম্বর বুথে ইভিএম মেশিন খারাপ হওয়ার ফলে ৩৫ মিনিট ভোটদান বন্ধ থাকে। অনুরূপ খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর পঞ্চায়েতের বনকাটা গ্রামের ৭৩ নম্বর বুথেও ইভিএম চালু করার সময় গন্ডগোল দেখা দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ভোট শুরু হতে ৫০ মিনিট বিলম্ব হয়। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হলে ইভিএম টেকনিশিয়ান এসে ঠিক করে যান এবং ৭.৫০ থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয় বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের জুনিয়র গার্লস স্কুলের ১৪৯ নম্বর বুথে নির্ধারিত সময়ে ভোট শুরু হওয়ার পর ইভিএম মেশিন খারাপ হয়ে যায়। প্রায় আড়াই ঘন্টা বাদে ফের ভোটদান পর্ব শুরু হয়। এর ফলে অনেকেই রোদ গরমের বিরক্তিতে বাড়ি ফিরে যায়। ইভিএম খারাপ বা ভোটদান বন্ধ থাকার খবর পেয়ে উক্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ছুটে যান বাম- কংগ্রেস জোটের কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রসিদ। এনিয়ে উপস্থিত তৃণমূল

কর্মীরা মিল্টন রসিদের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

যদিও মিল্টন রসিদ বলেন, আমি কেন প্রভাবিত করতে যাব? ইভিএম খারাপ, ভোট গ্রহণ বন্ধের খবর শুনেই প্রার্থী হিসেবে ছুটে এসেছি। এদিন খয়রাশোল ব্লকের কাঁকরতলা থানার বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কয়েকটা বুথে কোথাও ভোটের এজেন্ট বসতে না দেওয়া এবং ভোটের এজেন্টের সই না মেলায় বুথ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তোলে বিজেপি। এ অভিযোগের তীর কোথাও তৃণমূলের বিরুদ্ধে আবার কোথাও প্রিজাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে ওঠে। যদিও খয়রাশোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী বলেন প্রশাসনগত ভাবে কি করছে না করেছে সেটা আইনের ব্যাপার। কিন্তু তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খয়রাশোল ব্লকের কোথাও বিরোধী দলের এজেন্টদের প্রতি এরূপ আচরণ করা হয়নি। তাদের পায়ের তলায় মাটি না থাকা বা হেরে যাওয়ার আতঙ্ক থেকে এসব ভুল বকছে। বীরভূম লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায় বলেন, সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ঘুরছি। মানুষের চোখের ভাষা এবং উচ্ছাস দেখে যেটুকু বুঝেছি জয় নিশ্চিত। শতাব্দী রায় বীরভূমের ভোটার নন। তবে বোলপুর লোকসভার প্রার্থী অসিত মাল মাড়গ্রামের ভোটার। এদিন ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, বোলপুর এবং বীরভূম দুটি আসনই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকছে। বীরভূমের মানুষ কেন্দ্র সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, অনুব্রত মণ্ডলকে জেলে ভরে ভোট আঁটকানো যাবে না। অনুব্রত মণ্ডলের অবর্তমানে মানুষ অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম- কংগ্রেস জোট প্রার্থী মিল্টন রসিদ মাড়গ্রাম এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় নিজের ভোট দেন। খয়রাসোল ব্লকের নওপাড়া গ্রামের ৫৯ নম্বর বুথে নতুন ভোটার তথা এবছর প্রথম নির্বাচনে ভোটদানকারী উম্মে সাইমা ও সেখ আকাশ তাদের ভোটদানের অভিজ্ঞতা ও আনন্দের কথা ব্যক্ত করে এক সাক্ষাৎকারে।

বিধায়ককে মারার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লোকসভা ভোটের আগে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের নামে হুমকি পোস্টার পড়ল হাওড়ার বাঁকড়ায়। এই নিয়ে সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। ডোমজুড়ের বিধায়ক তথা শাসক দলের জেলা সভাপতি কল্যাণ ঘোষের নামে ওই পোস্টার কে বা কারা দিল তা অবশ্য জানা যায়নি। হাওড়ার বাঁকড়ার ১, ২, ৩ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন স্থানে এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই পোস্টারে ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে ‘চোর’ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে।ওই পোস্টারে লেখা হয়েছে ‘কল্যাণ ঘোষ দূর হটো। বাঁকড়ার মানুষের অনুরোধ চোর কল্যাণ ঘোষ আর না বাঁকড়ায় ঢোকে, বাঁকড়ায় ঢুকলেই কল্যাণ ঘোষকে...করে মারা হবে। ২০২৬ এর আগেই কল্যাণ ঘোষকে আমরা ডোমজুড় থেকে তাড়াবো। প্রচারে – বাঁকড়া ১, ২, ৩-এর সাধারণ মানুষ।’ এই পোস্টারের খবর চাউর হতেই আজ সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ডোমজুড় বিধানসভার বাঁকড়ার বিভিন্ন জায়গায় এই পোস্টার সাধারণ মানুষের নজরে আসে। এই নিয়ে শাসক বা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এখনো কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বর মাসেও কল্যাণ ঘোষকে চোর বলে দাবি করে ডোমজুড় এলাকাতে পোস্টার পড়েছিল।

গণবিবাহে ৩০ সংখ্যালঘু দম্পতি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গণবিবাহে বাঁধা পড়লেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ জোড়া দম্পতি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের উওর নাহিট এলাকায় এই গণবিবাহের আয়োজন করা হয় সোমবার। সমাজের দুঃস্থ, পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে উঠে আসা এবং পনের জন্য বিবাহ হচ্ছে না, এমন যুবলদের জন্যই এদিন এই গণবিবাহের আয়োজন করা হয় চেন্নাই থেকে আগত এক ব্যক্তির উদ্যোগে।

সম্পূর্ণ ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে এই বিবাহ সম্পর্ণ হয় এদিন। নতুন সংসারের সাংসারিক সামগ্রী সহ একাধিক উপাহর দেওয়া হয় নব দম্পতিদের। পাশাপাশি এদিনের আয়োজিত গণবিবাহে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রয়োজনে পোশাক দেওয়া-নেওয়ার অভিনব ব্যবস্থাপনা করণদিঘিতে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: প্রয়োজন না থাকলে দিয়ে যান, প্রয়োজন থাকলে নিয়ে যান স্লোগান সামনে রেখে করণদিঘির আমরা ক’জনের ব্যবস্থাপনা ও করণদিঘী থানার এ. এস.আই কাঞ্চন জানা ও করণদিঘী গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী সিমা জানা এর ২৫ তম বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে গরীব অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এক অভিনব উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়। মূল উদ্যোক্তা সিমা জানা ও কাঞ্চন জানা এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেকবারই জনস্বার্থে কিছু না কিছু করা হয়ে থাকে। তবে এবার পুরোনো জামাকাপড় সুসজ্জিত ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। সেখান থেকে নিজ পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী জামাকাপড় নিয়ে যেতে পারেন গরিব

মানুষেরা। আমাদের ঘরেই এমন অনেক জিনিস পড়ে থাকে যা অপ্রয়োজনীয়। সেগুলি যদি কোনো মানুষের ব্যবহারে আসতে পারে তাতেই আমরা খুশি। তাছাড়াও আমরা এই কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছি বিধায়ক গৌতম পালের সান্নিধ্য পেয়ে। এদিন উপস্থিত ছিলেন করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল, করণদিঘীর আই.সি সঞ্জয় ঘোষ, করণদিঘী ব্লকের জয়েন্ট বিডিও বাপ্পাদিত্য রায়, বুড়িহান হুদা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মাদানী, করণদিঘী থানার এ.এস.আই কাঞ্চন জানা, করণদিঘী গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী সিমা জানা সহ আরো অনেকেই।

প্রথম নজর

কানাডার পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল

আপনজন ডেস্ক: কানাডার পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল। কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার একটি শহর খালি করতে এবং আলবার্টার একটি তেল কেন্দ্রের বাসিন্দাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দিয়েছে। রোববার রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। আলবার্টা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দাবানল চরম এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফোর্ট ম্যাকমুরে থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ১ হাজার ৯৯২ হেক্টর জমিজুড়ে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় নর্দার্ন রকিজ রিজিওনাল মিউনিসিপ্যালিটি এবং ফোর্ট নেলসন ফার্স্ট নেশনস-এর হাজার হাজার বাসিন্দাকে সরে যেতে বলা হয়েছে। এখানে ১ হাজার ৬৯৬ হেক্টর জমিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।
নর্দার্ন রকিস আঞ্চলিক পৌরসভার মেয়র রব ফ্রেজার জানিয়েছেন, ফোর্ট নেলসনের আশেপাশের তিন হাজার ৫০০ বাসিন্দার বেশিরভাগকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, প্রবল বাতাসের কারণে একটি গাছ বিদ্যুতের লাইনে পড়ে দিয়ে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। আগুন নেভাতে ৯টি হেলকপ্টার ও অগ্নিনির্বাপন ইউনিট কাজ করছে।

আগ্নেয়গিরি থেকে উড়ছে মুঠো মুঠো সোনা!

আপনজন ডেস্ক: বরফের মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকায় অবস্থিত আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এরিবাস প্রতিদিন হাজার হাজার ডলার মূল্যের সোনা উড়িয়ে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাউন্ট এরিবাস থেকে প্রতিদিন ৮০ গ্রাম সোনা তোলা হয় যার মূল্য ৬ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭ লাখ টাকা)। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যান্টার্কটিকার মাউন্ট এরিবাস পৃথিবীর অন্যতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, যা সোনার সাথে গ্যাস এবং বাষ্প ছড়ায়। এরিবাসের প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে সেই লাভা। তা পরীক্ষা করেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা। আগ্নেয়গিরি থেকে সোনা ছিটকে পড়লেও কাছে যেতে পারছেন না বিজ্ঞানীরা। দূর থেকেই পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে তাদের। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এরিবাস আগ্নেয়গিরি যেখানে রয়েছে সেখানে তাপমাত্রা যে কোনো সময়ে মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যেতে পারে। তাই সেখানে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নয়। মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। রস সাগরের মধ্যে রস দ্বীপে এই মাউন্ট এরিবাসের অবস্থান। ১৮৪১ সালে ক্যাপ্টেন স্যার জেমস ক্লার্ক রস এ দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তার নামেই এটি রস দ্বীপ নামেও পরিচিত। অ্যান্টার্কটিকায় প্রায় ১৩৮টি আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৯টি সক্রিয়। তার মধ্যে উচ্চতম হলো মাউন্ট এরিবাস। এর উচ্চতা প্রায় ৩ হাজার ৭৯৪ মিটার বা ১২ হাজার ৪৪৮ ফুট। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ জানিয়েছে, পাতলা ভূত্বকের ওপর রয়েছে মাউন্ট এরিবাস আগ্নেয়গিরি। ফলে গলিত পাথর, ভস্ম আরো সহজে বেরিয়ে আসছে। সেই সঙ্গেই বেরিয়ে আসছে সোনাও। মাউন্ট এরিবাসের গহ্বরে রয়েছে একাধিক লাভার হ্রদ। তার মধ্যে একটি সক্রিয় রয়েছে ১৯৭২ সাল থেকে। তার ফলে মাঝেমধ্যে এরিবাস থেকে বেরিয়ে আসছে লাভা। এই মাউন্ট এরিবাসের ওপর একটি বিমান ভেঙে পড়েছিল। ঘটনাটি ছিল ১৯৭৯ সালের ২৮ নভেম্বর। এতে প্রাণ হারিয়েছিলেন বিমানের ২৫৭ আরোহীর সবাই। এয়ার নিউজিল্যান্ডের একটি বিমান অ্যান্টার্কটিকার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে অকল্যান্ডে ফেরত আসার কথা ছিল। কিন্তু মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে। কাউকেই জীবিত উদ্ধার করা যায়নি। তবে কয়েকজন যাত্রীর ক্যামেরা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সেখানেই ছিল আগ্নেয়গিরির অসংখ্য ছবি।

আমিরকায় ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ থেকে ৫০ অধ্যাপক গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে চলমান ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ থেকে অন্তত ৫০ অধ্যাপককে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ।
ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি নৃশংসতার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে অংশ নেয়া ও সংহতি জানানোয় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।
জানা গেছে, বিক্ষোভের ভিডিও চিত্র ধারণ করার কারণে অধ্যাপকদের গ্রেফতার করার ঘটনা ঘটেছে। গ্রেফতারকৃত অধ্যাপকদের কেউ কেউ পুলিশের মারধর, হয়রানি ও হেনস্তার শিকারও হয়েছেন।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্যানযায়ী, এক শিক্ষার্থীকে আটক করতে গেলে পুলিশকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন আটলান্টার ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ক্যারলিন ফলিন। এ সময় পুলিশের পাল্টা বাধার মুখে পড়েন তিনি। ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, এক পুলিশ সদস্য অধ্যাপককে মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছেন। আটকের পর এই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।
বিক্ষোভের ভিডিও ধারণ করছিলেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভ তামারি। এ সময় তাকে শারীরিকভাবে হেনস্তার পর গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের মারধরে তার পাঁজর ও ডান হাত ভেঙে গেছে।
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্প্রতি বিক্ষোভে যোগ দেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ অধ্যাপক। সেই অধ্যাপকদের একজন গ্রায়েম ব্লেয়ার। গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, গ্রেফতার হওয়ার শঙ্কা নিয়েই বিক্ষোভে যোগ দেন তিনি ও তার সহকর্মীরা। সেদিন তিনি গ্রেফতার না হলেও তার অন্তত চার সহকর্মী অধ্যাপককে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। এ সময় পুলিশ সদস্যরা তাদের শারীরিকভাবে হেনস্তাও করেন।
মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটি সংগঠন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি প্রফেসরস।
সংগঠনটির সেন্টার ফর দ্য ডিফেন্স অব একাডেমিক ফ্রিডমের পরিচালক আইজ্যাক কামোলা গণমাধ্যমকে বলেন, অধ্যাপকদের হাতকড়া পরিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
প্রসঙ্গত, গত ১৭ এপ্রিল নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই বিক্ষোভের সূচনা করেন। বিক্ষোভ থেকে তারা গাজায় যুদ্ধ বন্ধ, ইসরায়েল সরকার ও ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছিন্নসহ বেশ কিছু দাবি জানান। পরে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দেশটির দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এছাড়া ইউরোপের অন্তত ১২টি দেশেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে মার্কিন শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন। এই সময়ে আমেরিকায় আড়াই হাজারের বেশি ও ইউরোপে তিন শতাধিক শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পেপসি, কোকাকোলা বয়কটের মধ্যে প্যালেস্টাইন কোলার বাজিমাত

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলার জের ধরে বিগত মাসগুলোতে কোমল পানীয় কোকাকোলা এবং পেপসি বয়কট করা শুরু করেছে বিশ্বজুড়ে। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ওই দুটি পণ্যের সঙ্গে ইসরায়েলি মালিকানা থাকার কারণে গত বছরের শেষ প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) থেকে এ পণ্য দুটির প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভাটা পরেছে। এর বিপরীতে নির্দিষ্ট কিছু বাজারে বিকল্প পণ্যগুলো ভোক্তাদের মনোযোগ কেড়েছে। তেমনই একটি কোমল পানীয় ব্র্যান্ড প্যালেস্টাইন কোলা। তিন সুইডিশ সহোদর গত মার্চে ব্র্যান্ডটি প্রতিষ্ঠা করেন। সময়োপযোগী ওই সিদ্ধান্তে পানীয়টি বাজারে আসার মাত্র দুই মাসের মধ্যেই বিপুল লাভের মুখ দেখলেন তারা।
দ্য ন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে সম্প্রতি বলা হয়েছে, পশ্চিমা জায়ান্টগুলোকে বয়কটের কারণে নির্দিষ্ট বাজারে অনেকের কাছে পেপসি ও কোকা-কোলার বিকল্প হয়ে উঠেছে প্যালেস্টাইন কোলা। উদ্যোক্তারা জানান, প্যালেস্টাইন কোলার চাহিদা এখন তুঙ্গে। বর্তমানে ইউরোপেও অসংখ্য রেস্তোরাঁ মার্কিন মালিকানাধীন পণ্য এড়িয়ে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তত ৪০ লাখ ক্যান প্যালেস্টাইন কোলা বিক্রি হয়েছে। নতুন এ ব্র্যান্ডকে তাই বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন তারা। তাদের লক্ষ্য ফিলিস্তিন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং গাজা ও পশ্চিম তীরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার জন্য দাতব্য সংস্থাগুলোর পাশে দাঁড়ানো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরবি ভাষায় হুসেন হাসোন জানান, তারা গাজার শিশুদের ওপর বিশেষ মনোযোগ রেখে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগের সঙ্গে একটি দাতব্য সংস্থা জড়িত। দুজন নিবেদিতপ্রাণ আইনজীবীর দ্বারা এই সংস্থাটি পরিচালিত হয়। সংস্থাটির লক্ষ্য হলো–ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের কাছে, বিশেষ করে গাজার বাসিন্দাদের কাছে সরাসরি তহবিল সরবরাহ করা।
জানা গেছে, নতুন ব্র্যান্ড হিসেবে প্যালেস্টাইন কোলাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ স্বাগত জানিয়েছিলেন। এর ফলে পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য কোম্পানি এই পানীয়টি মজুত করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্যালেস্টাইন কোলার ক্যানের নকশাটিও বেশ প্রশংসা কুড়ায়। এর মধ্যে ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক প্রতীক জলপাইয়ের ডাল এবং কেফিয়াহর নকশা দেখা যায়। এছাড়া 'ফ্রিডম ফর অল' নামে ট্যাগ লাইন যোগ করা হয়েছে ক্যানের গায়ে। এর মাধ্যমে জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে বলে বার্তা দেন প্রতিষ্ঠাতারা।
মাত্র ৬ মাস আগেই পেপসি ও কোকাকোলার বিকল্প হিসেবে প্যালেস্টাইন কোলা বাজারে আনার পরিকল্পনা করেছিলেন সুইডেনের মালমোতে বসবাস করা তিন ভাই–হোসেইন, মোহাম্মেদ এবং আহমাদ হাসোন। তারা তিনজনই ছিলেন সফল ব্যবসায়ী।

ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেয়ায় গ্রেফতার হলেন গ্রেটা থুনবার্গ

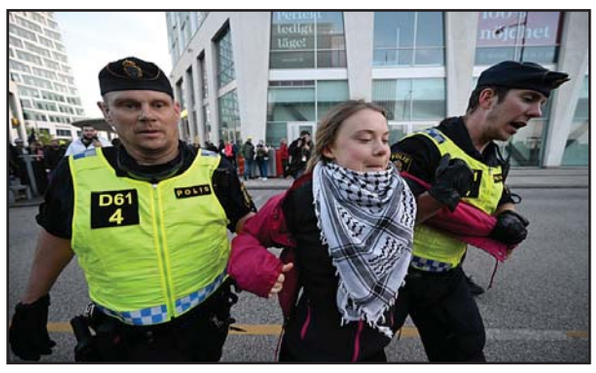

আপনজন ডেস্ক: আলোচিত জলবায়ু ও পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে আটক করেছে সুইজারল্যান্ড পুলিশ।
ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভে অংশ নেয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানা গেছে।
শনিবার সুইজারল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মালমোতে ইউরোভিশন ফাইনালের ভেন্যুর কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয়। এতে জানানো হয়, গ্রেটা থুনবার্গ ইউরোভিশন প্রতিযোগিতায় ইসরায়েলের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। এ সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, থুনবার্গ সাদা-কালো রঙের ঐতিহ্যবাহী ফিলিস্তিনি স্কার্ফ কেফিয়্যাহ পরিহিত ছিলেন।
ইউক্রেনে হামলার কারণে রাশিয়া ইউরোভিশন প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু গাজায় গণহত্যায় অভিযুক্ত ইসরায়েলের একজন প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ দেওয়ার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ লোকজন মালমো শহরে ওই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল বলে জানা গেছে।
এ সময় বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী হঠাৎ ইউরোভিশন ফাইনালের ভেন্যুর বাইরে ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে এবং জোর করে সরিয়ে দেয়।
চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইউরোভিশনের সেমিফাইনালের আগে মালমো শহরে ১০ হাজারের বেশি লোক ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ করেছিলেন।

রাফায় সর্বাত্মক আক্রমণেও নির্মূল হবে না হামাস: যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: গাজার রাফা শহরে ইসরায়েলের সর্বাত্মক হামলা চালালেও হামাসকে নির্মূল করা সম্ভবন নয়। বরং এটা 'নৈরাজ্য' উস্কে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সংবাদমাধ্যম আরব নিউজের তথ্যানুযায়ী, মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান তার ইসরায়েলি প্রতিপক্ষ জাচি হানেগবির সাথে এক ফোনালাপে আক্রমণের বিষয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগের ওপর জোর দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলি নিরাপত্তা উপদেষ্টা হানেগবি নিশ্চিত করেছেন যে, ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ বিবেচনায় নিচ্ছে। রাফার পূর্বাঞ্চলে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণের ফলে এরইমধ্যে তিন লাখ গাজাবাসী পালিয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ এবং জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, রাফার ওপর পূর্ণাঙ্গ হামলা অন্য যেকোনো যুদ্ধের চেয়ে সেখানে বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলতে পারে। গত সপ্তাহে রাফায় পূর্ণমাত্রায় অভিযান চালালে ইসরায়েলকে অস্ত্র সহায়তা দেওয়া বন্ধ করবেন বলে হুমকিও দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এমনকি ইসরায়েলের জন্য বরাদ্দ দুটি অস্ত্রের চালান-৩,৫০০টি ২২৭-কিলোগ্রাম এবং ৯০৭-কিলোগ্রাম বোমা- স্থগিত রেখেছেন। তিনি আশঙ্কা করছেন এই বোমাগুলো রাফা আক্রমণে ব্যবহার করা হতে পারে।
এদিকে যুদ্ধবিরতি এবং হামাসের হাতে ১০০ এর মত জিম্মির মুক্তি নিয়ে ইসরায়েল এখনো যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, তা অচলাবস্থার মুখে পড়েছে।
অন্যদিকে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বারবার বলেছেন, রাফায় অবশিষ্ট হামাস যোদ্ধা উৎখাত না করা পর্যন্ত তার দেশ যুদ্ধ থামাবে না।
ব্লিংকেন এই চলমান বিশৃঙ্খলা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইসরায়েল যে গতিপথে আছে, তাতে তারা সম্ভবত একটা গেরিলা যুদ্ধ পাবে, যেখানে অনেক সশস্ত্র হামাস থাকবে। অথবা তারা (ইসরায়েল) যদি চলে যায় তাহলে সেখানে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হবে যেখানে নৈরাজ্য চলবে, বা হামাস সেই শূন্যতা পূরণ করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদে উত্তর কোরিয়ার সমর্থন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ দিতে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে সাধারণ পরিষদে। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে উত্তর কোরিয়া।
দেশটির প্রত্যাশা অচিরেই জাতিসংঘের ১৯৪তম পূর্ণ সদস্যপদ পাবে ফিলিস্তিন।
উত্তর কোরিয়ার সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছে এবং এটিকে সময়োপযোগী বলে মনে করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে,
ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রস্তাবটি মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে।
ফিলিস্তিন ২০১২ সাল থেকেই জাতিসংঘের অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পাচ্ছে। তবে তারা পূর্ণ সদস্যের সুযোগ সুবিধা পায় না। এই সদস্য পদের বিষয়টি শুধুমাত্র নির্ধারণ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। সম্প্রতি তাদের পূর্ণ সদস্য হওয়ার এক দফা চেষ্টায় ভেটো দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে শুক্রবার সাধারণ অধিবেশনে যে ভোট হয়েছে সেটাকে দেখা হচ্ছে ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদ প্রাপ্তির পক্ষে সমর্থন হিসেবে। ভোটের আগে জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের দূত রিয়াদ এইচ. মানসুর বলেন, আমরা শান্তি চাই, আমরা স্বাধীনতা চাই, একটা হ্যাঁ ভোট ফিলিস্তিনের অস্তিত্বের ভোট, এটা কোনো রাষ্ট্রের বিপক্ষে নয়।
সাধারণ পরিষদে বেশ বড় ব্যবধানেই ভোটের মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে নতুন অধিকার ও সুবিধা দিয়েছে জাতিসংঘ এবং একইসঙ্গে জাতিসংঘের ১৯৪তম সদস্য হিসেবে ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্তির দাবিকে পুনরায় বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, আরব ও ফিলিস্তিনের আনীত এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ১৪৩টি, আর বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ৯টি রাষ্ট্র। যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ছাড়াও আছে আর্জেন্টিনা, হাঙ্গেরি, মাইক্রোনেশিয়া, পালাউ, পাপুয়া নিউ গিনি ও চেক প্রজাতন্ত্র।
এছাড়া ২৫টি রাষ্ট্র ভোট প্রদানে বিরত থাকে। জাতিসংঘের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৪ মি.

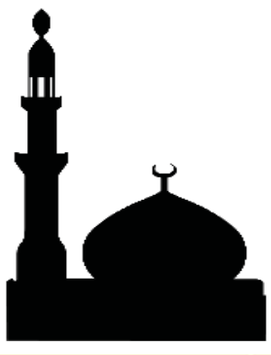

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৭	৪.৫৬
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৪	
এশা	৭.৩১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

ইন্দোনেশিয়ায় বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ৪১

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় এখন পর্যন্ত ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরো ১৭ জন। তাদের উদ্ধারে কাজ চলছে।
কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা ভারী বৃষ্টির কারণে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বন্যার কারণে রাস্তা-ঘাঁট, বাড়ি-ঘর, মসজিদ প্লাবিত হয়েছে।
পশ্চিম সুমাত্রার দুর্যোগ প্রশমন সংস্থার কর্মকর্তা ইলহাম ওয়াহাব সংবাদমাধ্যম এএফপিকে বলেন, গত রাত পর্যন্ত আমরা ৩৭ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছি।

রাফা ছেড়ে পালিয়েছেন ৩ লাখ ফিলিস্তিনি: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে বাধ্য হয়ে গাজা থেকে ১০ লাখ মানুষ রাফা শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। এমন অবস্থায় শরহটি ছেড়ে অন্তত ৩ লাখ ফিলিস্তিনি পালিয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। রোববার (১২ মে) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস।
জানা গেছে, আন্তর্জাতিক সতর্কতা সত্ত্বেও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী শহরটিতে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে গত কয়েকদিনে আশঙ্কা আরও গভীর হয়েছে। মূলত লাখ লাখ ফিলিস্তিনির আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠা রাফা শহরে বড় ধরনের হামলার বিরোধিতা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি রোববার সেই সতর্কবার্তাগুলোর কথাই বলেছে, একইসঙ্গে সংস্থাটি বেসামরিক লোকদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছে এবং বলেছে, রাফাতে পুরো মাত্রার আক্রমণ হবে 'বিপর্যয়কর'।
সংস্থাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছে, রাফার পরিবারগুলো আবারো সরে যাচ্ছে, আশ্রয়, খাবার, পানির সন্ধান করছে। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডারসের কর্মীরা যুদ্ধের সময় গাজায় কাজ করছে। এই সংস্থাটিও সোশ্যাল মিডিয়াতে বলেছে, রাফা ইন্দোনেশিয়ান ফিল্ড হাসপাতালের শেষ ২২ রোগীকে অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করা শুরু করেছে তারা।

রাফায় ব্যস্ত ইসরায়েলি বাহিনী, সংগঠিত হচ্ছে হামাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার একমাত্র নিরাপদ স্থান দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় স্থল অভিযান ও আক্রমণ চালাতে ব্যস্ত ইসরায়েলি বাহিনী। আর সেই সুযোগে হাজারো হামাস যোদ্ধা সংগঠিত হচ্ছেন মধ্যাঞ্চলের নেটজারিম করিডোর ও দক্ষিণের খান ইউনিসে। তাদের মর্টার ও স্নাইপার হামলায় কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ইসরায়েলি সেনারা। হচ্ছে হতাহতও। নেটজারিমে প্রতিদিনই হামাস মর্টার দিয়ে হামলা চালাচ্ছে বলে উঠে এসেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রতিবেদনেও।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াই নেট জানিয়েছে, গাজার মধ্যাঞ্চল দিয়ে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্মাণ করা নেটজারিম করিডোর এলাকা এখন হামাসের নিয়ন্ত্রণে। অঞ্চলটি পুনরুদ্ধারের পর ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে হামাস। করিডোর এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর সশস্ত্র সাহায্য ট্রাকও নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে হামাস, এমন ঘটনাও ঘটেছে।
নেটজারিম করিডোর বা রুট ৭৪৯ গাজা উপত্যকার মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে যাতায়াতের সড়কপথ। আইডিএফ সামরিক উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করে। সাড়ে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডোরটি গাজা-ইসরায়েল সীমান্ত থেকে এখন ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পৌঁছেছে। করিডোরটি দুই কিলোমিটার দীর্ঘ থাকলেও যুদ্ধ শুরুর পর নিজেদের সামরিক যান চলাচল ও হামলার সুবিধার্থে এটি সম্প্রসারণ করে ইসরায়েল।

ইউক্রেনে যুদ্ধের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সরিয়ে দিচ্ছেন পুতিন

আপনজন ডেস্ক: প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সচিবের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে পঞ্চম দফায় দায়িত্ব নেয়ার পর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে এই প্রস্তাব করেন পুতিন। সের্গেই শোইগুর স্থানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে আন্দ্রেই বেলোসভের নাম প্রস্তাব করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।
তবে বেলোসভের প্রার্থিতা রুশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে অনুমোদিত হতে হবে। রাশিয়ার আইন অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুতিনের দায়িত্ব নেওয়ার পর মঙ্গলবার পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ গত রোববার বলেছিলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইতোমধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদটি কোনো বেসামরিক লোকের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং অত্যাধুনিক ধ্যান-ধারণা প্রয়োজন। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, পুতিন চান সের্গেই শোইগু নিকোলাই পাত্রুশেভের কাছ থেকে শক্তিশালী নিরাপত্তা পরিষদে দায়িত্ব নিতে। তবে পাত্রুশেভের দায়িত্ব কোথায় দেওয়া হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৩০ সংখ্যা, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৫ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

সম্প্রতি রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৭ শতাংশের অধিক ভোট পাইয়া প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। বিপুল ভোট পাইয়াই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের চাইতে রাশিয়ার গণতন্ত্র আরো বেশি স্বচ্ছ ও বৈধ। তিনি মার্কিন ভোটিং পদ্ধতি লইয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, '(রাশিয়ার) এই ভোট যুক্তরাষ্ট্রের মেইল-ইন ভোটের মতো নহে, যেইখানে আপনি ১০ ডলার দিয়া একটি ভোট কিনিতে পারিবেন।' পুতিন আরো বলিয়াছেন যে, (যুক্তরাষ্ট্রে) যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে সমগ্র বিশ্ব হাসিতেছে। ইহা কেবল একটি বিপর্যয়, গণতন্ত্র নহে। পুতিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন—যুক্তরাষ্ট্রে একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহার করা কি গণতান্ত্রিক? পুতিনের এই মন্তব্য মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লইয়া। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখন চারটি ফৌজদারি মামলা রহিয়াছে। পুতিনের দিক হইতে পুতিন ভুল কিছু বলেন নাই বটে। প্রশ্ন হইল—পুতিনের মতো এত জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধেও প্রায় ১৩ শতাংশ ভোট কাহারা দিল? তাহাদের এত বড় দুঃসাহস? ভোট কি একশত ভাগ পুতিনের পক্ষে পড়িলে উপযুক্ত হইত না? কিংবা একশত ভাগের অধিক! পুতিনের বিরুদ্ধে যেই প্রার্থী তিন জন ছিলেন, নিন্দুকেরা বলেন, তিন জনই নামমাত্র প্রার্থী। পুতিনের সমালোচনা করিবার কারণে অন্তত দুই জন প্রার্থীকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। নির্বাচনের ব্যালটে পুতিন ছাড়া যেই তিন প্রার্থীর নাম রহিয়াছে, তাহাদের এক জন হইলেন নিকোলাই খারিতোনোভ। খারিতোনোভ নিজেও পুতিনকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। দেশটির পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার ভ্লাদিস্লাভ দাভানকোভ আরেক জন প্রার্থী। ভ্লাদিস্লাভও পুতিনপন্থি একজন রাজনীতিক হিসাবে পরিচিত। এইভাবে পুতিনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া তিন জনই মূলত পুতিনের পক্ষেই কথা বলেন। তাহাদের সকলেই পুতিন-নিয়ন্ত্রিত। পুতিনের বিরুদ্ধে গেলে কী অবস্থা হইতে পারে, তাহার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত সম্প্রতি নিহত হওয়া বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনি। তিনি ছিলেন রাশিয়ায় পুতিনের সবচাইতে বড় সমালোচক। দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকিবার পর গত মাসে কারাগারে মৃত্যু হয় নাভালনির। বিশ্লেষকরা এই জন্য বলেন, পুতিনের তিন আসলে এক। গণতন্ত্র কাহাকে বলে—তাহার নূতন সংজ্ঞা নিশ্চয়ই আমরা পুতিনদের নিকট হইতে শিখিতে পারি। পুতিনের দেশের নির্বাচনের মতো বিশ্বের অনেক দেশেই কথিত গণতন্ত্র রহিয়াছে। এই ব্যাপারে একটি গল্পের অবতারণা করা যায়। বক গিয়াছে শিয়ালের বাড়িতে দ্রুত ভক্ষণের প্রতিযোগিতায়। শিয়াল বককে দিয়াছে প্লেটে করিয়া খাইতে। বকের লম্বা ঠোঁট। সমতল প্লেট হইতে খাবার তুলিতে হিমশিম খাইতে থাকিল বক, আর মুহূর্তেই সব খাবার সাবাড় করিল শিয়াল। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না করিয়া এইভাবে যদি প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে শিয়ালরা চিরকালই একপেশেভাবে জিতিয়া যাইবে; কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কাহাকে বলে, তাহার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত অন্তত একটি দেশের গত ২৫০ বত্সর ধরিয়া চলমান রহিয়াছে। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই স্বাধীনতা লাভের পর ২৫০ বত্সর ধরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সগৌরবে টিকিয়া রহিয়াছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, উত্থান ঘটে নাই স্বৈরশাসকের। প্রশ্ন জাগিতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন উত্থান ঘটে নাই কোনো স্বৈরশাসকের? কী রহস্য রহিয়াছে ইহার নেপথ্যে? এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয় আমেরিকান সংবিধান, তবে তাহা শতভাগ সঠিক নহে। সেইখানে রহিয়াছে বিশেষ দুইটি অলিখিত রীতিনীতি। উহার একটি হইল—পারস্পরিক সহনশীলতা। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হইল—প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা। সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা বলিতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণের পর ক্ষমতাসীন কর্তৃক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করিয়া প্রতিপক্ষকে দমন না করা বুঝায়। আসলে পারস্পরিক সহনশীলতা হইতে জন্মে প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা। একটি রাষ্ট্র তখনই প্রকৃত গণতান্ত্রিক হইবে, যখন সেইখানে পারস্পরিক সহনশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা বিদ্যমান থাকিবে। এখন সাবেক কোনো প্রেসিডেন্ট যদি মামলার শিকার হন এবং তাহার পরে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন—ইহার উভয় দিকই আইনের শাসনের সৌন্দর্য—যাহা যুক্তরাষ্ট্রেরই রহিয়াছে।

সুতরাং পুতিনের কথা শুনিয়া ঢাকাইয়া কুট্টিদের মতো বলিতে হয়—'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!'

• • • • • • • • • • • • •

বিজেপির প্রতি ভোটারদের হতাশা স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাস বাড়ছে কংগ্রেসের

ভারতে বিজেপির আবারও জেতার সম্ভাবনা কতটা, মোদি-হাওয়া কি মানুষকে ছুঁতে পারছে, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস কি শেষ পর্যন্ত ভূমিকা রাখতে পারল—এ রকম বহু প্রশ্ন উঠছে। ৪ জুন ফল ঘোষণার আগে চূড়ান্তভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপায় নেই। তবু মানুষের জানার চেষ্টা তো একটা থাকেই। সেই লক্ষ্যেই সাংবাদিক ও গবেষক **দেবাশীষ রায়চৌধুরী** মুখোমুখি হয় বাংলাদেশের দৈনিক প্রথম আলো। জন কিনের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত তাঁর বই টু কিল আ ডেমোক্রেসি: ইন্ডিয়া'স প্যাসেজ টু ডেসপটিজম আন্তর্জাতিক বেস্টসেলারের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। বর্তমান সময়ের ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের নানা দিক নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **শুভজিৎ বাগচী**।

■ প্রথম তিন দফা ভোটের পর একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেকায়দায় পড়েছেন। ২০১৯ সালেও একই রকম একটা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল, অন্তত পুলওয়ামার ঘটনার আগে। এই গুঞ্জনের কি আদৌ কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি আছে, নাকি এটা মোদিবিরোধী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের একটা অংশের আশাবাদের বহিঃপ্রকাশ?

দেবাশীষ রায়চৌধুরী: ২০১৯ এবং ২০২৪-এর নির্বাচন দুটি সম্পূর্ণ পৃথক নির্বাচন। ২০১৯ সালে অবশ্যই পুলওয়ামার আবেগের ভিত্তিতে নির্বাচনী লড়াই অনেকটাই হয়েছিল। একটা 'যুদ্ধের আবহ' তৈরি ছিল, যা যুক্তি দিয়ে ভেবেচিন্তে ভোট দেওয়ার প্রবণতাকে অনেকটাই চেপে ধরেছিল।

২০২৪ সালের পরিস্থিতি সেটা নয়। ২০১৯ সালে একটি সামগ্রিক অনুভূতি ছিল যে মোদির আরও সময়ের প্রয়োজন। এই অনুভূতিকে তিনি ভালোভাবে কাজেও লাগিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে ৭০ বছরের অরাজকতাকে মাত্র পাঁচ বছরে (২০১৪-১৯) তিনি কীভাবে শুধরে দেবেন।

এই যুক্তি এবার আর মানুষ নিচ্ছে না। ১০ বছরের যদি আপনি কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন না আনতে পারেন, তবে আর কখনো আনতে পারবেন না—মানুষ হয়তো এবার এটাই ভাবছে। আমার মনে হয়, এ ছাড়া আরও দুটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন।

এক. সাম্প্রদায়িকতা—এই বিষয়টিকে বিজেপি বড় বেশি ব্যবহার করে ফেলেছে। এর ফলে এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা ক্লান্তি বা একঘেয়েমি তৈরি হয়েছে।

দুই. দেশের অর্থনীতির কোনো বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না, কর্মসংস্থান বা চাকরির সংকটও কমছে না। সার্বিক সঞ্চয় ঐতিহাসিকভাবে এতটা কম কখনো ছিল না। মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। ফলে এবারের নির্বাচনের সময় সামগ্রিক চিত্রটা ২০১৯-এর থেকে একেবারেই আলাদা।

(গত ২৪ এপ্রিল টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 'হাউ ইন্ডিয়াস ইকোনমি হ্যাজ রিয়েলি ফেয়ার্ড আন্ডার মোদি' প্রবন্ধে দেবাশীষ রায়চৌধুরী মোদির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতির অবস্থা তুলে ধরেছেন।

পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, ১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় অর্থনীতি উদারীকরণের পরে জিডিপির হার মোদির দ্বিতীয় মেয়াদে সর্বনিম্ন এবং মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি গত ১০ বছরে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন এক দশকের তুলনায় অর্ধেক। পাশাপাশি শেয়ারবাজার থেকে বিনিয়োগকারীর আয় কমেছে, হ্রাস পেয়েছে বিদেশি ও বেসরকারি পুঁজির লগ্নি। কমেছে ক্রয় ক্ষমতাও, যেমন কমেছে পরিবার পিছু সঞ্চয়ের পরিমাণ। চাপে রয়েছে ব্যাংকও। কারণ, মানুষ টাকা রাখছে কম। অন্যদিকে বেড়েছে কর্মহীনতা।)

■ আপনি কি মনে করেন যে গত কয়েক সপ্তাহে কংগ্রেসের দুর্বলতা কিছুটা কমেছে এবং প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে?

দেবাশীষ রায়চৌধুরী: আমি মনে করি, সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেস আরও অনেক ভালো করতে পারত। তবে যোগাযোগের দিক থেকে তারা ভালোই করেছে। তারা যে এখন ন্যারেটিভ (বক্তব্য বা আখ্যান) নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তাঁরা মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা নিয়ে কথা বলে অবশ্যই একটা বার্তা দিয়েছে যেটা বিজেপি একেবারেই স্পর্শ করেনি। প্রাক্-নির্বাচন জরিপগুলো দেখিয়েছে যে বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি ভোটারদের জন্য উদ্বেগের প্রধান কারণ। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে বারবার স্পর্শকাতর ও সাম্প্রদায়িক বিতর্কে টেনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সব চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস বারবারই অর্থনীতি নিয়ে কথা বলেছে এবং ক্ষমতায় এলে তাদের কর্মসূচি কী হবে, তার ওপর গুরুত্ব দিয়েই তারা তাদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার মনে হয়েছে যে প্রতিটি দফার নির্বাচনের পর কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাস উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই আত্মবিশ্বাস বাড়ার আরও একটা কারণ হতে পারে, যত সময় যাচ্ছে, তত আরও বেশি করে স্পষ্ট হচ্ছে, কোনো 'মোদি হাওয়া' সেই অর্থে নেই।

■ তিন দফা ভোটের পর এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খুব একটা জোর দিয়ে বলতে দেখা যাচ্ছে না যে বিজেপি ৩৭০ বা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স ৪০০ আসন পাবেই। বরং প্রথম পর্বের নির্বাচনের পরে তিনি অনেকটাই সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখছেন বলে দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ উঠছে। এই ৩৭০ আসনের দাবি গোড়া থেকেই একটা অবাস্তব দাবি ছিল, নাকি এর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? এখন এই দাবির আর বিশেষ গুরুত্ব নেই কেন? দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িক প্রচারণা থেকে আমরা কী বার্তা পেতে পারি?

দেবাশীষ রায়চৌধুরী: ভারতীয় ভোটারদের সম্পর্কে যে জিনিসটি লক্ষ করা গেছে; তা হলো, তাঁরা বেশির ভাগই 'আনকমিটেড' (নির্দিষ্ট দলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়) ভোটার। তাঁরা সাধারণত সেই দলকেই ভোট দেন, যে দল বা যে দলের প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, যাঁর জেতা উচিত বলে তাঁরা মনে করেন, তাঁকে ভোট না দিয়ে এমন দল বা প্রার্থীকে দেন, যাঁর জেতার সম্ভাবনা বেশি। এর পেছনে যে যুক্তিটা কাজ করে, তা হলো, তাঁরা তাঁদের ভোট নষ্ট করতে চান না। সুতরাং, একটি দল বা প্রার্থী যত বেশি তাঁদের জয়ের সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে পারবেন বা প্রকাশ্যে আনতে পারবেন, তাঁদের জেতার সম্ভাবনাও তত বেড়ে যাবে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির লক্ষ্য ছিল ২০০ আসন পাওয়া। তাদের এই দাবি হাস্যকর ছিল। কারণ, সে সময়ে বিধানসভায় তাদের তিনটি আসন ছিল। কিন্তু এই 'প্রজেকশন' খুবই সফল হয়েছিল, কারণ, শেষ পর্যন্ত তারা তিন থেকে সত্তরের ওপরে আসন পেয়েছিল।

সে সময়ে অনেকেই মনে করেছিলেন, এটি বিজেপির বিরাট পরাজয়। কারণ, তারা ২০০ আসনের লক্ষ্য নির্ধারিত করে শেষ পর্যন্ত ৭০-এর কিছু বেশি আসন পেয়েছে। কিন্তু যাঁরা এ কথা বলেছিলেন, তাঁরা এটা ভেবে দেখেননি যে এটা কত বড় জয়। একটা দল রাতারাতি ৩ থেকে ৭০-এর ওপরে চলে গেল। আর এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ, তারা মানুষকে বোঝাতে পেরেছি যে তারা জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছিল ওই 'টার্গেট ২০০' স্লোগান দিয়েই। ফলে 'আব কি বার ৪০০ পার' (এবারে ৪০০ পার) বা 'বিজেপি পাবে ৩৭০'- এই ধরনের সব স্লোগান দেওয়া হয়েছে একটা 'আবহাওয়া' তৈরি করার জন্য, যাতে এটা মনে হয় যে বিজেপির ৩৭০ বা এনডিএর ৪০০ পাওয়াই তো স্বাভাবিক। আর এটা ধরে নিয়ে মানুষ যাতে ভোট দেয় সেটা মাথায় রেখেই এটা করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক প্রচারণার প্রসঙ্গে আসি। সাম্প্রদায়িক প্রচারণা প্রধানত আমাদের তিনটি জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছে। এক. বিজেপির ১০ বছরের ক্ষমতায় দেখানোর মতো বিশেষ কিছুই নেই।

দুই. যে ভোটটা তাদের নিশ্চিত ভোট নয়, মানে যে ভোটটা যে কোনো দিকে যেতে পারে, সেই ভোটের কথা ভুলেই যান; বিজেপি এখন এমনকি এটা বুঝতে পারছে যে তাদের প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভোটারও ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ফলে এই সাম্প্রদায়িক বিবৃতি বা ভাষণ জরুরি হয়ে পড়ছে, যাতে বিজেপির এই সমর্থকদের সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখা যায়।

তিন. তৃতীয় মেয়াদে ভারতের জন্য বিজেপির কোনো পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘমেয়াদি নীতি বা পরিকল্পনা নেই। বিজেপির জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ অবশ্যই হিন্দু রাষ্ট্র, যার জন্য সংবিধানের আমূল রূপান্তর প্রয়োজন। এটি এমন একটা বিষয় নয় যা নিয়ে বিজেপি খুব বেশি কথা বলতে পারে বা খুব বেশি চর্চা করতে পারে। কিন্তু আবার এটা ছাড়া তাদের বলার মতো কিছু নেইও। এই কারণেই আমরা এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছু শুনিনি যে তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলে বিজেপি কী কী কাজ করতে চায়।

■ প্রথম তিন দফায় ভোটের হার কম। এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

দেবাশীষ রায়চৌধুরী: ভোটারদের মধ্যে উদাসীনতা দেখাই যাচ্ছে। বিজেপির প্রতি গভীর হতাশা স্পষ্ট, কিন্তু বিরোধীদের জন্যও বিরাট কোনো উৎসাহ নেই। এখানে একটা বড় প্রশ্ন হলো মানুষ আসলে কতটা আসলে বিক্ষুব্ধ। এটা বলা সব সময়ই কঠিন এবং অঞ্চলভেদে এটার একটা পরিবর্তন হয়। মানুষ কি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তৈরি? তারা কি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ?

যদি খুব বেশি ভোট পড়ত, তাহলে হয়তো সেটা বলা যেত। কম ভোট থেকে এটা বলা সম্ভব না যে মানুষের মধ্যে বিজেপিকে হারানোর জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। অবশ্যই তাদের মধ্যে একটা স্বপ্নভঙ্গের ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু সেই স্বপ্নভঙ্গের ফলে বা তাদের আশা পূর্ণ না হওয়ার ফলে বিজেপি যে ভোট পাবে না এবং হারবেই—এটা জোর দিয়ে বলা যায় না।

আমি যেমন আগেই বলেছি, নির্বাচনে হার-জিতের বিষয়ে অনুমান করা সব সময়ই কঠিন। মনে রাখা প্রয়োজন, এটা জাতীয় নির্বাচন হলেও একাধিক স্থানীয় কারণও এই নির্বাচনে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় নেই এমন রাজ্যের একজন ভোটারের বিজেপির প্রতি বিরক্ত হওয়ার কারণ কম। তাঁর সমস্যার জন্য বিজেপিকে দোষারোপ করার কারণও তাঁর কাছে কম।

■ মোদি এখনো ভারতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক তারকা, যাকে দেখতেই অনেক মানুষের ভিড় হয়। দল হিসেবে বিজেপি কি সম্পূর্ণভাবে এই নির্বাচনে তাঁর ওপর নির্ভরশীল?

দেবাশীষ রায়চৌধুরী: হ্যাঁ, অনেকটাই তা-ই। আপনি বিজেপির ইশতেহারে দেখতে পাবেন যে প্রতিটি অধ্যায়ই মোদির 'স্বপ্ন' নিয়ে। ৭৬ পৃষ্ঠার নথিতে তাঁর নাম করা হয়েছে ৬৫ বার এবং তাঁর ছবি দেওয়া হয়েছে ৫৩ বার। আমি মনে করি না যে বাস্তবে তাঁর দল সম্পূর্ণরূপে তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তবে তিনি অবশ্যই চান যে লোকেরা এটাই ভাবুক।

■ সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

দেবাশীষ রায়চৌধুরী: আপনাকেও ধন্যবাদ।

সৌ: প্র: আ:

ভারতে জনগণই গণতন্ত্রকে পতনের পথে টেনে নামাচ্ছে

প্রণব বর্ধন

প্রায় ১০০ কোটি ভোটার নিয়ে ভারতে নির্বাচন চলছে। এই নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি অসাধারণ অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করবে, এমনটাই কথা ছিল।

কিন্তু মলিন বাস্তবতা হলো, এক দশক ধরে যে অবক্ষয় গণতন্ত্রকে ঘুণপোকার মতো কেটে চলেছে, তা ভারতের বিভিন্ন উদার প্রতিষ্ঠানকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই অবক্ষয় গণতান্ত্রিক চর্চার পরিসরকে সংকুচিত করে ফেলছে; রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে দুর্বলতর করেছে এবং গণতন্ত্রঘাতী পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরও জোরালো করছে। সবচেয়ে বড় কথা, গণতন্ত্রকে ফিকে করে দেওয়ার মিছিলে যিনি নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনো ভোটারদের মধ্যে জনপ্রিয়। ২০২২ সালে প্রকাশ পাওয়া আমার 'আ ওয়ার্ল্ড অব ইনসিকিউরিটি: ডেমোক্রেটিক ডিস্যানচ্যান্টমেন্ট ইন রিচ অ্যান্ড পুওর কান্ট্রিস' বইটিতে উল্লেখ করেছি, এ ধরনের রাজনৈতিক শক্তিগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্পশিক্ষিত লোক, গ্রামীণ অঞ্চলের ভোটার ও বয়স্ক লোকদের মধ্যে সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করে। মোদির ভারতীয় জনতা পার্টিও (বিজেপি) এই কাজ করেছিল।

তবে বাস্তবতা হলো, মোদির হাতে এখন গ্রামের অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত লোক ও প্রবীণ ভোটারদের সমর্থনের পাশাপাশি শিক্ষিত, শহুরে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ ভোটারদেরও ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে যেখানে বড় বড় শহরে জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, সেখানে মোদি দিল্লি, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুতে দুর্দান্ত বিজয় অর্জন করেছিলেন। এর একটি বড় কারণ হলো, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর অবিচল আস্থা, সরকারি ক্ষমতাকে কৈফিয়তের অধীন ও ভারসাম্যমূলক অবস্থায় রাখা এবং মুক্তভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে পারে, এমন রাজনৈতিক উদারতাবাদ ভারতে কখনোই ছিল না।

২০২৩ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের ৬৭ শতাংশ মানুষ এমন ধরনের 'তেজি নেতা'র শাসনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন, যিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আদালত বা পার্লামেন্টের অনুমোদনের তোয়াক্কা করেন না। ওই জরিপে ভারতের ওই হার ছিল বিশ্বের সব কটি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় মানুষের জেদ ও দুর্বলতাকে খুঁচিয়ে তোলা জনতুষ্টিবাদী বাক্যবাগীশ (ডেমাগগ) নেতারা সব সময়ই গণতন্ত্রের অংশগ্রহণমূলক দিকগুলোর ওপর জোর দিয়ে থাকেন।

কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এখানে রাজনীতির পদ্ধতিগত দিকগুলোই বিশেষভাবে দুর্বল, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদকে ভয়ংকর রূপ নিতে সক্ষম করে তোলে। এটি ভিন্নমত পোষণকারীদের, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর রাষ্ট্র-প্ররোচিত নিপীড়নকে আরও তীব্র করে তোলে। ভারতের রাজনীতিতে অনুদারবাদের বাড়বাড়ন্ত এতটাই যে এখানে কট্টর বামপন্থীদের মধ্যেও অনুদারবাদ গেড়ে বসেছে। এখানকার বামপন্থীরা উদার প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'বুর্জোয়া' গণতন্ত্রের তল্পিবাহক মনে করেন। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাদীরা, এমনকি সহনশীলতাপন্থী গান্ধীবাদীরা যে মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তা মূলত ভারতীয় সমাজের পুরুষতান্ত্রিক ও জাত-পাত-শ্রেণি মেনে চলা রীতির প্রতিনিধিত্ব করে।

আর উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা হিন্দু-আধিপত্যবাদী মতাদর্শের প্রচারক আরএসএসের তো উদারতাবাদের সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। এ অবস্থার ভেতর ভারতের যে দরিদ্র শ্রেণি ঐতিহ্যগতভাবে জাতীয় পর্যায়ের মধ্য-বাম ঘরানার দল কিংবা আঞ্চলিক দলগুলোর সমর্থক ছিল, তারাও বিজেপির সব হিন্দুকে এক ছাতার তলায় আনার কৌশলে আকৃষ্ট হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে দেওয়া বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ সুবিধাকে প্রায়ই মোদির তরফ থেকে দেওয়া 'উপহার' (ফলাও করে মোদির ছবি ছাপাসহ) হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটি নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও এই বোধ তৈরি করেছে যে মোদি তাঁদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সচেষ্ট।

মূলত দুটি ন্যারেটিভ বা ভাষ্য বিজেপির জনসমর্থনকে জোরদার করেছে; যদিও সে দুটোর কোনোটিই জনগণ নির্মোহভাবে যাচাই করেনি। প্রথম ভাষ্যটি হলো, মোদির সরকার একাই দুর্নীতি নামক দানবকে মেরে ফেলতে পারবে। কিন্তু তার সরকার যে দুর্নীতি দমন ইস্যুতে খুব একটা অগ্রগতি পেয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের করাপশন পারসেপশন ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভারত ৯৩তম অবস্থানে ছিল। অর্থাৎ কিনা ২০১৪ সালে মোদি ক্ষমতায় আসার পর ভারত এ ক্ষেত্রে আট ধাপ নেমে গেছে। 'লোকনীতি' নামের একটি ভারতীয় জরিপ প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তারা জরিপের সময় যত ভারতীয় নাগরিককে প্রশ্ন করেছিল, তার ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতার ধারণা, গত পাঁচ বছরে দুর্নীতি বেড়েছে। ভারতে সমাজ ও সরকারের নিম্নস্তরের দুর্নীতিও (যেটিকে 'ছোটখাটো' দুর্নীতি বলা হয়) আগের অবস্থায় রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পুলিশ কর্মকর্তা বা সরকারি পরিদর্শকদের ঘুষ নেওয়ার ঘটনা কমেছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া ২০১৬ সালে 'কালোটাকা' বের করে আনার কথা বলে মোদি সরকার যে বিপর্যয়কর নোট বাতিল করেছিল, তা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দরিদ্রদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি ডেকে আনলেও কালোটাকা বের হওয়ার কথা খুব কমই জানা গিয়েছিল।

অন্যদিকে, বড় দুর্নীতি কমেছে, এটি বিশ্বাস করারও খুব একটা কারণ নেই। কারণ, বৃহৎ সরকারি প্রকল্পে ঠিকাদারদের কাছ থেকে কর্মকর্তাদের মোটা 'কমিশন' হাতিয়ে নেওয়ার গল্প আছে বেশুমার। বিজেপির দ্বিতীয় যে ভাষ্য ভোটারদের সবচেয়ে বেশি মোহিত করেছে, সেটিকে সংক্ষিপ্ত করে 'মিগা' (মেক ইন্ডিয়া গ্রেট এগেইন) বলা যেতে পারে।

বিজেপির সব কটি প্রচারযন্ত্র থেকে অবিরাম ঘোষণা করা হচ্ছে যে ভারত তার সব ধরনের প্রভাব, সুযোগ-সুবিধা ও সমৃদ্ধি ব্যবহার করে খুব শিগগির একটি বৈশ্বিক পরাশক্তি হয়ে উঠবে। পশ্চিমারা বিকল্প বাজার ও চীনকে মোকাবিলার ভূরাজনৈতিক অংশীদার হিসেবে ভারতকে গ্রহণ করায় এই ভাষ্য ভারতের বিপুলসংখ্যক তরুণ-যুবার (এমনকি তাঁদের মধ্যে বেকার অথবা সামান্য মজুরির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও রয়েছেন) কল্পনাশক্তিকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছে।

কিন্তু তাদের সেই কল্পনার জগৎ শিগগিরই বাস্তব হয়ে ধরা দেবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

প্রণব বর্ধন বার্কলের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ইমেরিটাস অধ্যাপক

ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

আইসিএসই পরীক্ষায় নজড়কাড়া ফল ভাঙড়ের দুই পড়ুয়ার

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের ঘটকপুকুরের সিটি ইংলিশ স্কুলের দুই পড়ুয়া আরমান গাজি ও আয়েশা শাকিল ২০২৪ আইসিএসই (দশম) পরীক্ষায় নজড়কাড়া ফল করেছেন। ৯২ শতাংশ গড়ে ৫০০ নাম্বারের পরীক্ষায় আরমান ৪৬০ নাম্বার পেয়েছেন। ৯০ শতাংশ গড়ে আয়েশা পেয়েছেন ৪৫০ নাম্বার। 'সিঙ্গেল মাদার' গৃহবধূ মাহমুদা খাতুনের একমাত্র পুত্র আরমান গাজি ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চান। আরমানের বাড়ি ভাঙড়ের জাগুলগাছি অঞ্চলের ভাঙড় বাজার গ্রামে। আহমেদ শাকিল ও নাফিজ ফাতমা দম্পতির ৩ সন্তানের মধ্যে বড় কন্যা আয়েশা শাকিল ভবিষ্যতে মনোবিদ হতে চান বলে জানান। আয়েশার বাড়ি ভাঙড়ের তাড়দহ অঞ্চলের গঙ্গাপুর গ্রামে। উল্লেখ্য সিটি ইংলিশ স্কুল ঘটকপুকুর শাখায় ২০২৪ আইসিএসই পরীক্ষায় বসেন ৩৩ জন। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশ ও তার বেশি নাম্বার প্রাপ্ত পড়ুয়া ২ জন। ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নাম্বার প্রাপ্ত হয়েছেন ৭ জন। স্টার্স মার্কস পেয়েছেন ৯ জন। ১৮ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সিটি ইংলিশ স্কুলের কর্ণধার মিজানুর রহমান বলেন, পরীক্ষার্থীদের এই ফলাফলে আমরা খুশি। ভবিষ্যতে আরো ও ভালো ফলাফলের জন্য আমরা সর্বত ভাবে চেষ্টা করবো।

বেস আন-নূর মডেল স্কুলে অভিভাবক-সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: বইয়ের পড়াশোনার পাশাপাশি নীতি শিক্ষা এবং সমাজ গঠনে আমাদের দায় দায়িত্ব নিয়ে বেস আন নূর মডেল স্কুলে অনুষ্ঠিত হল 'আলাপচারিতায় অভিভাবকেরা'। শনিবার এবং রবিবার দুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের একেবারেই প্রান্তিক এলাকা প্রাণসাগরে অবস্থিত বেস আন নূর মডেল স্কুলের গার্লস ও বয়েজ ইউনিটে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৩০০ অভিভাবক অভিভাবিকা উপস্থিত হন মূলত তাঁদের সন্তানদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে। বেস আন নূর মডেল স্কুলের উদ্যোগে এবং অনুসন্ধান কলকাতার সহযোগিতায় দুদিনের অনুষ্ঠানের ব্যাপক এই আয়োজন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রশাসক দিব্য গোপাল ঘটক, কলকাতা হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ডঃ সন্দীপ রায়, বিশিষ্ট শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল, নায়ীমুল হক, পলাশ ঘোষসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা। বর্তমান প্রজন্মে দাঁড়িয়ে সমাজ গঠনে নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক শিখন কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তা কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বক্তব্যের মাধ্যমে সে বিষয়টি সকলের সম্মুখে তুলে ধরেন ঘটক বাবু। বিশিষ্ট শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল বলেন, শিক্ষার্থীদের উদার মানসিকতা আগামী দিনে সমাজ গঠনে ধনাত্মক প্রভাব ফেলবে আর তা তৈরিতে সহযোগিতা করতে পারেন শিক্ষক ও অভিভাবকেরা। গণিত বিভাগের বিশিষ্ট শিক্ষক নয়ীমুল হক বলেন, মাধ্যমিকে যাতে মেধা তালিকায় প্রত্যন্ত জেলার এই স্কুলগুলি আসতে পারে, তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি একটা প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এছাড়া একেবারে নিচু ক্লাস থেকেই সাহিত্যের বিষয়ে ভিত মজবুত করা হবে। মাধ্যমিক প্রস্তুতিতে বিশেষ কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে বলেন গার্লস বিভাগের প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আনসার এবং বয়েজ ইউনিটের প্রধান শিক্ষক ফাইজুর রহমান। জীবন বিজ্ঞানের বিশিষ্ট শিক্ষক ড.সন্দীপ রায় মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রের প্রকৃতি নিয়ে ব্যাখ্যা করেন।

শিশু কিশোর সমিতির রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

নাফিসা ইসমাত ● কলকাতা

আপনজন: রবীন্দ্র জয়ন্তী সদ্য পার হওয়ার পর ও নজরুল জয়ন্তীর প্রাক্কালে হাতিয়াড়া শিশু কিশোর সমিতির আয়োজনে হক মঞ্জিলে রবিবার পালিত হল রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। রবিবারের সন্ধ্যা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের গান ও কবিতায় ভরা। কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই ছোটদের এই আয়োজন। এই দিন অনুষ্ঠানের শুরু হয় নজরুলের লেখা সকলের অন্যতম প্রিয় ইসলামী সংগীত 'ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ (সা:)' দিয়ে। তারপর একে একে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের জীবনী এবং কবিতা, ছড়ায়-গানে জমজমাট হয়ে ওঠে পুরো সন্ধ্যা। কারও কণ্ঠে 'চল চল রে চল', কারোর গলায় আবার কান্ডারী হুশিয়ার তো কেউ এসে বলছে লিচু চোরের মত মজার কবিতাও। একইসঙ্গে এদিন ছিল মাতৃ দিবস। সেই উপলক্ষে নজরুল ইসলামের 'মা' কবিতাটি আবৃত্তি করে মামুনুল ইসলাম খান। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিল ছোটরাই। রবীন্দ্র-নজরুলের গান ও কবিতার লাইনের সাথে মিলিয়ে তাদের আঁকা কিছু ছবি দিয়েই সাজানো হয়েছিল চারিদিক। যাদের মধ্যে সুরাইয়া ও রুকসার আঁকা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে সকলের। 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'বিচিত্র সাধ', 'খেলা-ভোলা'র মতো কবিতা গানে অনুষ্ঠানের একটা পর্ব ছিল রঙিন। শেষ পর্বে অভিনীত হলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক 'ছাত্রের পরীক্ষা'। নাটকের পর অনুষ্ঠানের শেষ হয় সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত দিয়ে। এরকম অনুষ্ঠান আবারো হোক, এই দাবি বড় দিদি ফাহমিদা, মুনিশা, মাইশুরার কাছে করে খুদে আরিফ, আলফাজ, সুমাইয়ারা।

তীব্র জলসঙ্কটে হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটটি গ্রামের বাসিন্দা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: গরম পড়তেই ভূগর্ভস্থ জলস্তর অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছে। নলকূপের হাতল শতবার চাপ দিয়েও উঠছে না জল। এমনকি ১০ ফুট গর্ত কূপ খুঁড়েও জল অমিল। জলের জন্য হাহাকার করছে মানুষ। এই গরমে তীব্র জলসঙ্কটে পড়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটটি গ্রামের বাসিন্দা। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এর বিডিও সৌমেন মন্ডল ট্যাঙ্কারে করে গ্রামগুলিতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বসতপুর, কাহাট্টা, আঙ্গারমুনি, বাঙ্গাবাড়ি, ভাগ বড়োল, কিসমত বড়োল, ডাঙ্গিলা ও পাড়ো এই আটটি গ্রামে তীব্র জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। গ্রামগুলিতে সাবমার্সিবল থাকলেও কয়েকটি অকেজো হয়ে পড়েছে। পুকুরের জলে থালাবাসন মাজা, কাপড়চোপড় ধোয়া ও স্নান করে থাকেন স্থানীয়রা। মাঠে সেচের কাছে ব্যবহৃত সেলো পাম্প থেকে খাওয়ার জন্য জল নিয়ে আসেন বাসিন্দারা। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ,গ্রামে ছয় মাস আগে পাইপ বসানো হলেও এখনো পর্যন্ত জল সরবরাহ শুরু করেনি পিএইচই। দৈনন্দিন কাজের জন্য অনেক বাড়িতে নলকূপ থাকলেও এলাকার জলস্তর নেমে যাওয়ায় জল আর উঠে না। ৮-১০ ফুট গর্ত কূপ খুঁড়ে বিদ্যুৎ চালিত মোটর বসিয়ে জল তোলার চেষ্টা করেন বাসিন্দারা। তাতেও জলের সমস্যার সমাধান হয় না। স্থানীয়দের দাবি,এই সব এলাকায় গত কয়েক বছরে জনবসতি বেড়েছে কয়েক গুণ। ফলে জলসঙ্কট আরও তীব্র হয়েছে। বসতপুর গ্রামের বাসিন্দা অনিতা দাস সুজিত দাস,তৈয়বা বিবি ও সাহেলা বিবিরা বলেন, বসতপুর প্রাইমারি স্কুলের সোলার পাম্পের জলই একমাত্র ভরসা বাসিন্দাদের। ফলে একটা সোলার পাম্প থেকে জল নিতে মারামারি-ধাক্কাধাক্কিও প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এ নিয়ে প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বাপি দাস নামে আরো এক বাসিন্দা বলেন, জলের সমস্যায় আমরা জেরবার। এলাকায় হু হু করে লোক বাড়ছে। বাড়ছে জলের সমস্যাও। পানীয় বা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কার্যত কোনও জলের ব্যবস্থাই নেই। নলকূপে সকালে ঘন্টা দুয়েক সামান্য পরিমাণ জল উঠলেও তা দিয়ে সারাদিন কুলোয় না। এই নিয়ে আমরা ব্লক প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করেনি ব্লক প্রশাসন। ' হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এর বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন, তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টি লিখিতভাবে আমাকে জানিয়েছিল। এরপরেই বেশ কয়েকটি গ্রামে জলের ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে জলের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছি। নতুন করে অন্য কোন গ্রামে জলের সমস্যা হয়ে থাকলে সেটিও সমাধান করা হবে। চাঁচল মহকুমা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ বলেন, বসতপুর গ্রামে নতুন পি এইচ ই বসার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। শীঘ্রই জল পৌঁছে দেওয়া হবে গ্রামে গ্রামে।

নন্দীগ্রামে সিপিএম প্রার্থীর প্রচারে বিজেপির বাধা ঘিরে তুমুল বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: সোমবার সকালে ঘটনটি ঘটেছে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নন্দীগ্রামের একটি এলাকায়।লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলেন তমলুকের বাম ও কংগ্রেস জোটের প্রার্থী আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়।এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠছে স্থানীয় বিজেপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকের বিরুদ্ধে। যদিও গেরুয়া শিবিরে তরফে এটা গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ বলে দাবি করা হয়েছে।সোমবার লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার নির্বাচন যখন একদিকে চলছে তখন নিজের লোকসভা কেন্দ্র ভোট প্রচারে বেরিয়ে ছিলেন তমলুকের বাম ও কংগ্রেস জোটের প্রার্থী আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যখন নন্দীগ্রাম এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোট প্রচার চালাচ্ছেন তখন তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীদের একাংশ। সায়নকে প্রশ্ন করেন,৩৪ বছর ধরে মানুষের উপর অত্যাচার চালানোর পরে এখন সিপিএমের হয়ে তিনি ভোট চাইতে এসেছেন কেন? তাঁকে ভোট প্রচার না করে গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার কথা বলে। বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়।পরে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।এই ঘটনার পিছনে বিজেপির মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে সিপিএমের তরফে।যদিও তা অস্বীকার করে স্থানীয় বিজেপির নেতৃত্বের দাবি।এই ঘটনার পিছনে তারা কোনওভাবে জড়িত নেই।সাধারণ মানুষই সিপিএম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে বাম ও কংগ্রেস জোট প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের দেবাংশু ভট্টাচার্য ও বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সায়নের নাম সিপিএম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পরেই বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভোট কেটে তৃণমূলকে জেতাতেই তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে।যদিও এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে সিপিএম।সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এলাকার সিপিআইএম কর্মীরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন,তাতেই এলাকা ছাড়ে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। তিনি আরও বলেন,কয়েকদিন আগে যারা তৃণমূলের দুষ্কৃতী ছিল তারাই এখন বিজেপির।এলাকার মানুষজন সিপিআইএমের প্রচারে সাড়া দিচ্ছেন,সেই কারণে বিজেপির ভয় বলে দাবি করেছেন তিনি।

বোতাম টিপলেই ভোট বিজেপিতে, ইভিএম বিভ্রাট ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ইভিএমএ বিভ্রাট, তৃণমূলে ভোট দিলে সেই ভোট পড়ছে বিজেপিতে। ঘটনা প্রকাশ্যে নজরে আসতেই বন্ধ থাকে ভোটদান পর্ব। এরপর উত্তেজিত হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার তেহট্টের ৫৯ নম্বর বুথে।

যদিও বেশ কয়েক ঘন্টা সময় বন্ধ থাকে ভোটদান পর্ব। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনের প্রচেষ্টায় আবারো শুরু হয় নতুন করে ভোট দান। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ফেটে পড়েন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। অন্যদিকে, এই চক্রান্তের পিছনে বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। এদিকে,নদীয়ার রানাঘাট লোকসভার হাসখালি পায়রাডাঙ্গায় ৮৮ ও ২০৫ বুথে ভুয়া ভোটার ধরলেন উত্তেজিত জনতা। ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছয়। অন্যদিকে, রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারকে ঘিরে বিক্ষোভ। উঠলো গো ব্যাক স্লোগান। ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে উঠোল স্লোগান। নদিয়ার চাকদার ১৯০ নম্বর বুথের ঘটনা। এছাড়া রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে এসইউসিআই প্রার্থী পরেশ হালদারের নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে শান্তিপুর হরিপুর পঞ্চায়েতে বাগদেবীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৯ নম্বর বুথে স্বাক্ষর করেন স্থানীয় চিন্ময় বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি। বেশ কিছুক্ষণ ভোট হয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্য করা যায় সেখানে এসইউসিআই এর কোন প্রতিনিধি দেওয়া হয়নি। অথচ চিন্ময় বিশ্বাস তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন বুথের ভেতর।

মা দিবস মাটিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: প্রতিবছর মে মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে মা দিবস উদযাপন হয়ে থাকে। এটি মায়েদের জন্য একটি বিশেষ দিন। তাদের অবদান, আত্মত্যাগ তাদের সবকিছু স্বীকৃতির জন্য রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মাটিয়া থানার অন্তর্গত মুকুল শিশু একাডেমি তে মা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্কুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক মাকে বরণ করে নেয়া হয় ও শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের হাতে বানানো কার্ড ও ফুল উপহারস্বরূপ মাকে দেয়। স্কুল থেকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি করে রুমাল দেয়া হয় । মাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে সেই রুমাল দিয়ে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী মায়েদেরকে পা মুছিয়ে দেয়। বিজয়ী মায়েদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নার্সিং স্কুলে পালিত হল নার্সেস ডে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: 'ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ অনুষ্ঠান। 'আমাদের মাতৃকা, আমাদের ভবিষ্যৎ' এই বার্তা কে সামনে রেখে সোমবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের নার্সিং স্কুলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সুদীপ দাস, বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ সহ আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, আধুনিক নার্সিংয়ের জননী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন ১২ মে। তাই এই দিনটি পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে। সে উপলক্ষেই সোমবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নার্সিং স্কুলে এই দিনটি পালন করা হয়। এবং এই উপলক্ষে জেলা জুড়ে তৈরি হওয়া রক্তের সংকট দূর করতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এদিন।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস বলেন, 'সাফল্যের সাথে এই দিনটিকে নার্সরা উদযাপন করছে। সমাজের প্রতি নার্সদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, সেই বিষয়ে তাঁরা বদ্ধপরিকর। সমাজকে আরও বেশি ভালো কিছু দেবার জন্য তাঁরা এগিয়ে এসেছে। তাঁরা প্রত্যেকে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে।'

নার্স দিবসে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শুরু মন্দিরবাজারে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: তীব্র তাপদহে রক্তের আকালে ভুগছে বাংলার রোগীরা। তাছাড়া সারা বছর থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তের দরকার। আর সেই দিককে মাথায় রেখে রবিবার আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে জয়নগর লাগোয়া মন্দিরবাজার থানার কানেয়া এফ পি স্কুলের কাছে কানেয়া একতা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় ১ ম বর্ষের রক্তদান শিবির,চক্ষু পরীক্ষা শিবির হয়ে গেল।এছাড়া রোগীদের পরিষেবা দেবার উদ্দেশে একটি এম্বুলেন্স পরিষেবার ও সূচনা করা হয়।

'এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডা: বিধান রায়।আশে পাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৫০ জন রক্তদাতা এদিন এগিয়ে আসেন এই রক্তদানের উৎসবের শরিক হতে। সোসাইটির তরফে এই ধরনের সমাজসেবা মূলক কর্মসূচি আগামীদিনে আরো করা হবে বলে জানানো হয়।

উৎসবের আমেজে ভোট হল বীরভূমে

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: গণ তন্ত্রের উৎসব। উৎসবের মেজাজেই এবারের ২৪ শের লোক সভা নির্বাচন। এলাকায় নেই কোথাও কোন রকমের রক্ত ঝরা অশান্তি। নেই চোখ রাঙানি। সারা দিন শেষে মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোট হলো বীরভূম ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে।জেলার দুটি কেন্দ্র সহ বিস্তীর্ণ জায়গায় অল্প সামান্য অশান্তির খবর ছড়িয়ে পড়েলেও তেমন কোনো বড়ো ঘটনার খবর নেই জেলা জুড়ে। তবে হাঁসন বিধানসভার নলহাটি ২ নং ব্লকের কামালপুর গ্রামের ৯৬ নং বুথে বিজেপির পতাকা পুকুরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। একই ভাবে নলহাটি বিধান সভার মধুড়া গ্রামে বিজেপির এজেন্ট বসতে না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তবে জেলার অধিকাংশ জায়গায় গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হতে দেখা গেছে তৃণমূল এবং বাম কংগ্রেস জোট কর্মীদের। তারা একই জায়গায় বসে পাশাপাশি দলীয় পতাকাটা টাঙিয়ে ভোটারদের সহযোগিতা করছেন। এই গণতন্ত্রের উৎসবে অনন্য নজির রাখল নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভগলদিঘী গ্রাম। সেখানে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল এবং বাম কংগ্রেস জোট। দু দলের মধ্যে সৌজন্যতা এবং ভাতৃত্ববোধ। একে অপরের সঙ্গে পাশাপাশি থেকে নির্বাচনী তরী পার করছেন। কোন ভোটার কোন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ভোট দেবেন। সেটা সেই ভোটারের গণতান্ত্রিক অধিকার। সে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ইভিএম এর বোতাম টিপবেন। যে ভোটার কোন কারণে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার স্লিপ পাননি। তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা দেখে ভোটারকে ক্রমিক নম্বর বার করে দিয়ে তাদের সহযোগিতা করছেন তারা। একই সঙ্গে বসে চা বিস্কুটও খাচ্ছেন। ভোটের গল্পও করছেন।দিন শেষে সৌজন্যতা বজায় রেখে নির্বাচনী তরী পার করে তারা বাড়ি ফিরেছেন।

ব্লক প্রশাসনে ভিআরপি সংগঠনের ডেপুটেশন

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের ভিআরপি সংগঠনের পক্ষ থেকে ৭ দফার দাবি নিয়ে করণদিঘী ব্লকের জয়েন্ট বিডিও বাপ্পাদিত্য রায় মহাশয় এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ বিষয়ে করণদিঘী ব্লক ভি.আর.পি সংগঠনের সভাপতি মনোজ কুমার সিনহা তাঁদের দাবি গুলি জানান। তিনি বলেন, তাঁদের সাত দফা দাবি গুলি হলো, এক, অ্যাপ-এর সমস্যার সমাধান। দুই, প্রতি মাসে সাম্মানিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। তিন, বিগত সোশ্যাল অডিট এর বকেয়া বেতন প্রদান। চার, দূরের ভিআরপিকে কাছাকাছি জিপি তে আনার প্রক্রিয়া। পাঁচ, বিভিন্ন ধরণের অতিরিক্ত কাজের বেতন কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রদান করা। ছয়, মহিলা ভিআরপিদের বিবাহ সূত্রে অন্য ব্লকের নিজ জিপিতে বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। সাত, কাজ করতে গিয়ে কোনো ভিআরপির সমস্যা হলে সাথে সাথে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

কুরআন ক্যুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমিতে 'দ্য কুরআন স্টাডি সার্কেল' আয়োজিত আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের এর সহযোগিতায় 'কুরআন-কুইজ' ও 'প্রথম প্রবন্ধ' প্রতিযোগিতায় সফলদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান করা হয়। ২য় কুরআন ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার সাইফুর রহমান দ্বিতীয় হয়েছেন হাওড়া জেলার ডক্টর শেখ নজরুল ইসলাম তৃতীয় হয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার আসমা আফিয়া।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মধ্যে যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছেন জুবায়ের আহসান নিগার,সেখ আসিক ইলাহি, যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছেন সাইদ হোসেন সিদ্দিকী ও নওসিবা আহসান নিগার তৃতীয় হয়েছেন সবনম বানু। আমানত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ শাহ আলম কুরআনের গুরুত্ব আলোচনা করেন।

ডিউটিরত অবস্থায় মৃত্যু জওয়ানের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহনের লক্ষ্যে বীরভূম জেলার দুটি লোকসভার নির্বাচন উপলক্ষে ১৩১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়।সেরূপ ভোটের ডিউটি করতে এসে কর্তব্যরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সেনা জওয়ান। জানা যায় যে, মৃত জওয়ানের বাড়ি উত্তরাখণ্ডে, বিএসএফ এর ৯৫ ব্যাটেলিয়ন কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। এদিন বীরভূমের পাইকরের জাজিগ্রামের ২০৩ নম্বর বুথে ডিউটি করছিলেন মহেন্দ্র সিং নামে ৫৫ বছর বয়সী ওই বিএসএফ জাওয়ান। ভোট চলাকালীন রোদ গরমে অস্বস্তি বোধ করে এবং শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন বলে সূত্রের খবর।

ষান্মাসিক শিশু কিশোর সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: মেলবন্ধন সাহিত্য সংস্কৃতি পর্ষদ এর পরিচালনায় ষান্মাসিক শিশু কিশোর সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত হল ক্যানিং এর পাবলিক লাইব্রেরী তে। এদিনে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য ,সম্পাদক প্রসান্ত কুমার মন্ডল, কবি ও সাহিত্যিক কানাই লাল সরকার ,পরিতোষ মন্ডল, ডাঃ লিয়াকত আলি লস্কর, ডাঃ দেশবন্ধু মন্ডল সহ ৭৫ জন কবি।

জোকোভিচ বুঝিয়ে দিলেন, মাথায় বোতলের আঘাতই বিদায়ের কারণ

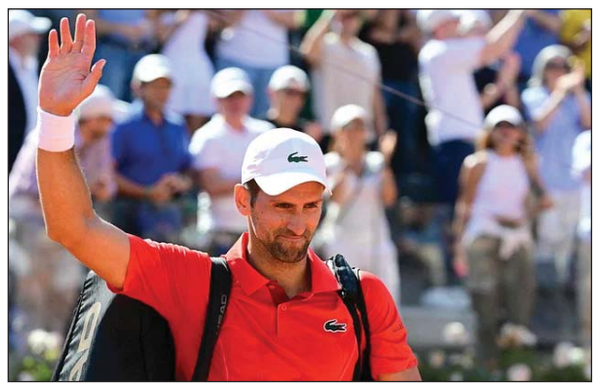

আপনজন ডেস্ক: রোম ওপেনে গতকাল তৃতীয় রাউন্ডে অঘটনের শিকার হয়ে বিদায় নিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ। চিলির ৩২তম বাছাই আলেসান্দ্রো তাবিলোর কাছে ৬-২ ও ৬-৩ গেমে হেরে বিদায় নেন সার্বিয়ান শীর্ষ বাছাই। ম্যাচজুড়ে সংগ্রাম করতে থাকা জোকোভিচকে হারাতে তাবিলোর সময় লেগেছে মাত্র ৬৭ মিনিট।

হতাশাজনক হারের কারণ হিসেবে দুই দিন আগে মাথায় বোতলের আঘাত পাওয়াকে দায়ী করেছেন জোকোভিচ। বলেছেন, মাঠে নিজেকে ভিন্ন এক খেলোয়াড় বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথাও বলেছেন রেকর্ড ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা কিংবদন্তি।

গত শুক্রবার রোম ওপেনে জয়ের পর সমর্থকদের অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন জোকোভিচ।

আকস্মিকভাবে উড়ে আসা বোতলের আঘাতে আহত হন। শুরুতে আঘাতটাকে বেশ গুরুতরই মনে হচ্ছিল। পরে ভালো থাকার কথা জানান জোকোভিচ নিজেই। এমনকি পরে রসিকতা করে সাইক্লিং হেলমেট পরে অনুশীলনে এসে হাসিমুখে দর্শকদের অটোগ্রাফও দেন।

তবে গতকাল হারের পর বোতলের আঘাতের সেই ঘটনাকেই কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন জোকোভিচ, 'বিষয়টা আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছে। সেদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর এবং আধা ঘণ্টা ধরে বমি ভাব ও মাথা ঘোরানোর শেষে আমি ঘুমাতে পেরেছিলাম। যদিও আমার মাথাব্যথা ছিল। এরপর গতকাল আমি বেশ ভালোই ছিলাম। আমার মনে হয়েছে সব ঠিক আছে। হয়তো ঠিক ছিল, হয়তো ছিল না।'

কোর্টে নিজেকে ভিন্ন কোনো খেলোয়াড় বলে মনে হওয়ার কথা জানিয়ে জোকোভিচ আরও বলেছেন, 'আজ কোর্টে নিজেকে আমার একেবারেই আলাদা খেলোয়াড় মনে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, অন্য কেউ আমার হয়ে খেলছে। কোনো ছন্দ ছিল না, কোনো টেম্পো ছিল না, এমনকি কোনো শটে ভারসাম্যও ছিল না। এটা খানিকটা চিন্তার বিষয়ই বটে। সত্যি কথা হচ্ছে, কোনো পর্যায়ে মনে হয়নি আমি জিততে পারি।'

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, জোকোভিচ নিচে দাঁড়িয়ে গ্যালারিতে থাকা ভক্তদের অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় পাশ থেকে উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন আরেক ভক্ত। তখন সেই হাত বাড়িয়ে দেওয়া ভক্তের ব্যাগ থেকে পানির বোতল এসে পড়ে জোকোভিচের মাথায়। বোতলের আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে লুটিয়ে পড়েন জোকো। কিছু সময় পর সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাঁকে।

'আমি চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে খেলব'—রিয়ালের চোটে পড়া তারকার প্রত্যয়

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের আরেকটি ট্রফি থেকে মাত্র এক পা দূরে রিয়াল মাদ্রিদ। ১ জুন ওয়েম্বলিতে ফাইনালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারাতে পারলেই রিয়ালের ট্রফি ক্যাবিনেটে জমা পড়বে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের ১৫তম শিরোপা। ফুটবল অনুসরণ করেন, এমন মানুষদের বেশির ভাগই হয়তো ওয়েম্বলির ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকেই এগিয়ে রাখবেন। রিয়াল শিবিরেও আত্মবিশ্বাস আছে, তাদের হাতেই উঠবে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা। বায়ার্ন মিউনিখকে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পা রেখেই তো দলটির ইংলিশ মিডফিল্ডার জুব বেলিংহাম ঘোষণার সুরে বলেছেন, ওয়েম্বলিতে ১৫তম হবে! নিজেদের হয়তো ফেবারিট ভাবছেন রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলত্তিও। তবে এই ইতালিয়ান কোচের মনে একটি খচখচানিও আছে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বায়ার্নের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে বাঁ পায়ের চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি। আনচেলত্তির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লেও ফরাসি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ফাইনালে খেলতে পারবেন বলেই আশাবাদী। অরেলিয়াঁর চোট খুব একটা গুরুতর নয়। তবে সমস্যা এখনো কিছু আছে। তবে গতকাল মাদ্রিদে দলের লা লিগা শিরোপা উদ্‌যাপন করার সময় স্পেনের সংবাদমাধ্যম মার্কার সঙ্গে কথা বলার সময় যেন রিয়াল সমর্থকদের আশ্বস্তই করলেন তিনি, 'আমার বিশ্বাস, আমি ফাইনালে খেলতে পারব। আমি প্রস্তুত থাকব।'

চলতি মৌসুমে রিয়ালের মাঝমাঠে চুয়ামেনি ছিলেন দুর্দান্ত। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি ৩৮ ম্যাচ খেলে ৩টি গোল করেছেন। কিন্তু চুয়ামেনিকে তো আর গোল করা দিয়ে বিচার করা যায় না! লা লিগা থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগ—মাঝমাঠে রিয়ালের যে আধিপত্য, তাতে চুয়ামেনির অবদান বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। একাধারে তিনি দলের আক্রমণ এবং রক্ষণ, দুটিতেই অবদান রেখে চলেছেন।

স্পেনের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মোনাকো থেকে ২০২২ সালে রিয়ালে নাম লেখানো চুয়ামেনির ওয়েম্বলির ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা ২০ শতাংশ। শেষ পর্যন্ত শঙ্কা কাটিয়ে তিনি ফাইনালে খেলতে পারলে রিয়ালের জন্য বড় সুসংবাদই হবে। আর যদি চুয়ামেনি ফাইনালে খেলতে না পারেন, তাহলে রিয়ালের জন্য সেটা বড় ক্ষতির কারণও হতে পারে।

'৪০০ কোটি লাভ করেন, তবু ক্ষোভ কেন'

আপনজন ডেস্ক: লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের ওপর ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রকাশ্য ক্ষোভ প্রকাশের তীব্র সমালোচনা করেছেন বীরেন্দর শেহবাগ। ভারতের সাবেক ওপেনার বলেছেন, ব্যবসায়ীরা শুধু লাভ-ক্ষতিই বোঝেন। আইপিএল থেকে ৪০০ কোটি রুপি লাভ থাকলেও তিনি ক্ষুব্ধ কেন?

৮ মে লক্ষ্ণৌ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ১০ উইকেটে হেরে যাওয়ার পর গোয়েঙ্কাকে মাঠে অধিনায়ক রাহুলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি স্টেডিয়ামের ভেতরে ক্যামেরা ও মানুষজনের সামনে এভাবে আচরণের ঘটনাকে 'লজ্জাজনক' বলে অভিহিত করেন।

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মালিক গোয়েঙ্কা ভারতের আরপিএসজি গ্রুপের চেয়ারম্যান। দলের খেলা থাকলে তিনি মাঠে বসে খেলা দেখে থাকেন। গত বুধবার হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে দলকে খুব বাজেভাবেই হারতে দেখেছেন তিনি। লক্ষ্ণৌর ৪ উইকেটে ১৬৫ রান মাত্র ৯.৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়েই টপকে যায় হায়দরাবাদ। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপর মাঠে নেমে রাহুলের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় গোয়েঙ্কাকে। হাত ও চেহারার অভিব্যক্তিতে বোঝা যাচ্ছিল অধিনায়কের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন তিনি। এই দৃশ্য ক্যামেরায় ধরা পড়ার পর নেটিজেনরা গোয়েঙ্কার বিরুদ্ধে 'টাকার গরম' দেখানোর অভিযোগ তোলে। পরে লক্ষ্ণৌর একটি সূত্র পিটিআইকে জানায়, রাহুলকে সামনের মৌসুমে নাও রাখতে পারে লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌর রাহুল-গোয়েঙ্কা বিষয় নিয়ে ক্রিকবাজে কথা বলেন শেহবাগ। দল হারলেও আর্থিকভাবে ক্ষতি হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এই সব ব্যবসায়ীরা বোঝে শুধু লাভ-ক্ষতি। কিন্তু এখানে তো তাঁর কোনো ক্ষতিও হয়নি। তাহলে কী নিয়ে এত ক্ষুব্ধ? আপনি ৪০০ কোটি রুপি আয় করেন। এটা এমন ব্যবসা, যেখানে আপনার নিজের কিছুই করার নেই। এখানে কাজ করার জন্য অন্যরা আছে। যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি তো লাভ করছেন।'

ভারতের সাবেক ওপেনারের মতে, ক্রিকেটে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের সম্পৃক্ত থাকা উচিত শুধু ইতিবাচক আচরণে, 'আপনার কাজ খেলোয়াড়দের উদ্দীপিত করা। যে ঘটনাটা ঘটেছে, এই খেলোয়াড় চলে যেতে চাইলে তো নেওয়ার জন্য আরও ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে। আর আপনি যদি একজন খেলোয়াড়কে হারিয়ে ফেলেন, আপনার জেতার সুযোগ তো শূন্য।'

এবারের আইপিএলে লক্ষ্ণৌর এখনো প্লে-অফ খেলার সম্ভাবনা আছে। ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ৬ নম্বরে আছে রাহুলের দল।

আইপিএল প্লে-অফে যেতে কোন দলকে কী করতে হবে

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের লিগ পর্বে বাকি আটটি ম্যাচ। তবে প্লে-অফের চারটি জায়গার মধ্যে নিশ্চিত এখন পর্যন্ত একটি—সবার আগে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এরই মধ্যে বাদ পড়ে গেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও পাঞ্জাব কিংস। খাতা-কলমে বাকি তিনটি জায়গা নেওয়ার সম্ভাবনা আছে সাত দলের।

তাদের সমীকরণগুলো এমন—

রাজস্থান রয়্যালস

১২ ম্যাচ, ১৬ পয়েন্ট, ০.৩৪৯ নেট রানরেট

ম্যাচ বাকি—পাঞ্জাব, কলকাতা

সবার আগে প্লে-অফ নিশ্চিত করবে রাজস্থান, একটা সময় মনে হচ্ছিল এমন। তবে টানা তিনটি হারে এখনো সেটি নিশ্চিত করতে পারেনি সঞ্জু স্যামসনের দল। কলকাতা ছাড়াও খাতা-কলমে আরও তিনটি দলের রাজস্থানের সমান ১৬ বা এর বেশি পয়েন্ট হতে পারে। তবে এর মধ্যে একটি দল লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টস, ১২ ম্যাচ শেষে যাদের নেট রানরেট -০.৭৬৯। ফলে রাজস্থান যদি আর কোনো ম্যাচ না-ও জেতে, লক্ষ্ণৌ বাকি দুটি ম্যাচ জিতলেও নেট রানরেটে রাজস্থানকে (০.৩৪৯) টপকে যাবে, সে সম্ভাবনা একেবারেই কম। সেদিক থেকে প্লে-অফে এক পা দিয়েই রেখেছে রাজস্থান। অবশ্য শীর্ষ দুইয়ে থেকে লিগ পর্ব শেষ করতে গেলে দু-একটি জয় দরকার তাদের।

চেন্নাই সুপার কিংস

১৩ ম্যাচ, ১৪ পয়েন্ট, ০.৫২৮ নেট রানরেট

ম্যাচ বাকি—বেঙ্গালুরু

রাজস্থানের বিপক্ষে জয়ে প্লে-অফের সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে চেন্নাইয়ের। কিন্তু সেটি নিশ্চিত নয় কোনোভাবেই। বেঙ্গালুরুর সঙ্গে হারলে তারা আটকে যাবে ১৪ পয়েন্টে। সে ক্ষেত্রে কলকাতা, রাজস্থান, হায়দরাবাদ ও লক্ষ্ণৌ—চারটি দল ছাড়িয়ে যেতে পারবে তাদের। অবশ্য বেঙ্গালুরুকে হারাতে পারলে নেট রানরেটের (০.৫২৮) সৌজন্যে চেন্নাই এগিয়ে যাবে।

বেঙ্গালুরুর সঙ্গে হারলেও প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাদের। কিন্তু সে ক্ষেত্রে হায়দরাবাদ বা লক্ষ্ণৌর যেকোনো একটির পয়েন্ট ১৬-এর কম হতে হবে। অবশ্য বেঙ্গালুরুর সঙ্গে হারলেও ব্যবধানটি বড় হওয়া যাবে না, যাতে অন্তত তাদের চেয়ে নেট রানরেটে এগিয়ে থাকতে পারে। হায়দরাবাদ ও লক্ষ্ণৌ দুই দলেরই যদি পয়েন্ট ১৪-এর বেশি না হয়, তাহলে চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু দুই দলই ১৪ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে যেতে পারে।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

১২ ম্যাচ, ১৪ পয়েন্ট, ০.৪০৬ নেট রানরেট

ম্যাচ বাকি—গুজরাট, পাঞ্জাব

নেট রানরেট বেশ ভালো বলে বাকি দুই ম্যাচের একটি জিতলেই প্লে-অফ নিশ্চিত হওয়ার কথা হায়দরাবাদের। দুটিই জিতলে শীর্ষ দুইয়ের লড়াইয়েও থাকবে তারা। অবশ্য পরের দুই ম্যাচই হারলে আবার বিপদে পড়ে যাবে তারা, যদি চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু দুই দলই রানরেটে তাদের চেয়ে এগিয়ে যায়।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

১৩ ম্যাচ, ১২ পয়েন্ট, ০.৩৮৭ নেট রানরেট

বাকি ম্যাচ—চেন্নাই

টানা ছয় ম্যাচ হেরে ছিটকে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল বেঙ্গালুরু। সেখান থেকে টানা পাঁচ জয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দলটি। চেন্নাইয়ের সঙ্গে পরের ম্যাচটি জিতলে প্লে-অফের সম্ভাবনাও থাকবে তাদের। তবে সে ক্ষেত্রে যদি-কিন্তু আছে। চেন্নাইকে হারালে বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট হবে ১৪, কিন্তু হায়দরাবাদ ও লক্ষ্ণৌর সামনে ১৬ পয়েন্টের সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষেত্রে টানা ছয় ম্যাচ জিতেও বিদায় নিতে হবে বেঙ্গালুরুকে। অবশ্য চেন্নাইয়ের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুর ম্যাচটি ১৮ মে। এর আগে সমীকরণটা আরেকটু স্পষ্ট হবে তাদের। বাকি ফলগুলো পক্ষে এলে নেট রানরেটের সমীকরণটার সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা নিয়ে নামতে পারবে তারা, মানে সে ক্ষেত্রে টিকে থাকতে গেলে কত বড় ব্যবধানে জিততে হবে তাদের।

দিল্লি ক্যাপিটালস

১৩ ম্যাচ, ১২ পয়েন্ট, -০.৪৮২ বাকি ম্যাচ—লক্ষ্ণৌ

বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ৪৭ রানে হেরে প্লে-অফের পথে বড় ধাক্কাই খেয়েছে দিল্লি। বড় ব্যবধানে হার নেট রানরেটেরও বড় ক্ষতি করেছে। শেষ ম্যাচে লক্ষ্ণৌকে হারালেও ১৪ পয়েন্ট হবে তাদের, কিন্তু সে ম্যাচের আগে তারা চেন্নাই, হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরু—তিন দলের চেয়েই নেট রানরেটে পিছিয়ে।

প্লে-অফে পৌঁছাতে শুধু লক্ষ্ণৌকে হারালে চলবে না দিল্লির। আশা করতে হবে—হায়দরাবাদ যাতে শেষ দুই ম্যাচ হারে বড় ব্যবধানে, বেঙ্গালুরু হারে চেন্নাইয়ের কাছে, লক্ষ্ণৌ বাকি দুই ম্যাচের মধ্যে একটির বেশি না জেতে। তবে সেসবও ঠিক যথেষ্ট না-ও হতে পারে তাদের। এবারের আইপিএল দলটির পথচলা লিগ পর্বেই শেষ, সেটি অনেকটা নিশ্চিত।

লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টস

১২ ম্যাচ, ১২ পয়েন্ট, -০.৭৬৯ নেট রানরেট

ম্যাচ বাকি—দিল্লি, মুম্বাই

বাকি দুই ম্যাচ জিতলে ১৬ পয়েন্ট হবে লক্ষ্ণৌর, কিন্তু নেট রানরেট বড় বাধা। চেন্নাই ও হায়দরাবাদেরও সম্ভাবনা আছে ১৬ পয়েন্ট করে পাওয়ার, যে দুটি দলের নেট রানরেট লক্ষ্ণৌর চেয়ে বেশ ভালো। অন্যদিকে রাজস্থান পরের দুটি ম্যাচ হারলেও লক্ষ্ণৌর নিচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম।

গুজরাট টাইটানস

১২ ম্যাচ, ১০ পয়েন্ট, -১.০৬৩ বাকি ম্যাচ—কলকাতা, হায়দরাবাদ

দুই ম্যাচ জিতলে ১৪ পয়েন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিকই। কিন্তু বাজে নেট রানরেটের কারণে গুজরাট টিকে আছে শুধু খাতা-কলমেই।

বিশ্বকাপের জন্য আগেভাগে আইপিএল ছাড়লে বেতন কাটতে বললেন গাভাস্কার

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে সপ্তাহ তিনেকও বাকি নেই। দলগুলোর এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির সময়। এমন সময়ে বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটারদের অনেকে আইপিএলে ব্যস্ত। বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে ঘাটতি থেকে যেতে পারে, এমন শঙ্কায় ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) ইংলিশ ক্রিকেটারদের আগেভাগে আইপিএল ছাড়তে বলার কথা ভাবছে। খবরটা শুনে বিরক্ত সুনীল গাভাস্কার। ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার বলেছেন, যেসব বোর্ড ও ক্রিকেটার পুরো মৌসুম খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আগেভাগে চলে যাবে, তাঁদের যেন শাস্তি দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে বেতন কেটে রাখা এবং বোর্ডের ক্ষেত্রে বিসিসিআই থেকে প্রাপ্য অর্থ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে আটজন এখন আইপিএলে। ইসিবি তাঁদের আইপিএল থেকে চলে যেতে বলবে উল্লেখ করে মিড ডেতে লেখা কলামে গাভাস্কার লিখেছেন, 'এখন পর্যন্ত ইসিবি ছাড়া অন্য কোনো বোর্ডের কথা শুনিনি, যারা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ও বিশ্রামের জন্য খেলোয়াড়দের ডেকে নিতে বলছে। নিলাম হওয়ার আগেই বিসিসিআই সব বোর্ডের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পুরো মৌসুম পাওয়া নিয়ে কথা বলেছে। কারণ, আইপিএলের কদিন পরই বিশ্বকাপ শুরু হবে, এটা জানা ছিল। বোর্ডগুলোর নিশ্চয়তার পরই বিসিসিআই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে খেলোয়াড়েরা কত দিন থাকবে, জানিয়েছে।' এখন বিদেশি খেলোয়াড়েরা আগেভাগে আইপিএল ছেড়ে গেলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমন যুক্তিতে খেলোয়াড় ও বোর্ডের আর্থিক জরিমানা করা উচিত বলে মনে করেন গাভাস্কার। একজন খেলোয়াড় তাঁর দেশের হয়ে কয়েক মৌসুমে যা আয় করেন, আইপিএলের এক মৌসুমেই এর চেয়ে বেশি করেন উল্লেখ করে কঠোর ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন খ্যাতিমান এই ধারাভাষ্যকার, 'খেলোয়াড়কে যে টাকা দেওয়া হয়, ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সেটা থেকে কাটলেই হবে না, বোর্ডকেও খেলোয়াড় বাবদ পাওনা টাকা দেওয়া যাবে না। বোর্ড প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য ১০ শতাংশ করে কমিশন পেয়ে থাকে। বোর্ড পুরো মৌসুম খেলার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকলে তাদেরও জরিমানা করা দরকার।'

আইপিএল ছাড়া আর কোনো টুর্নামেন্টের জন্য খেলোয়াড়ের বোর্ডকে টাকা দেওয়া হয় না জানিয়ে গাভাস্কার যোগ করেন, 'এই ১০ শতাংশ টাকা শুধু আইপিএলই দেয়। অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ, ইসিবির দ্য হান্ড্রেড, ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা অন্য কোনো টি-টোয়েন্টি লিগই তো দেয় না। এই উদারতার জন্য বিসিসিআই কি কোনো ধন্যবাদ পায়? তা তো নয়।'

আইপিএল শেষ হবে ২৬ মে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ১ জুন।

কোহলির কাছ থেকে শিখেছেন রিজওয়ানরা

আপনজন ডেস্ক: সর্বোচ্চ রানের স্কোরটা ফখর জামানের। ৪০ বলে ৬টি করে চার ও ছক্কায় ৭৮ রান করেছেন এই বাঁহাতি। তবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে মোহাম্মদ রিজওয়ানের হাতে, যাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৪৬ বলে ৭৫ রান।

রানে পিছিয়ে থাকলেও রিজওয়ান সেরার পুরস্কার পেয়েছেন ম্যাচটা অপরাজিত থেকে শেষ করে এসেছেন বলে। গতকাল ডাবলিনে রিজওয়ান ও ফখরের দুই ফিফটিতে আইরিশদের ৭ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান, যে জয় সিরিজে ১-১ সমতা এনে দিয়েছে সফরকারীদের। ম্যাচ শেষে নিজের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে ভারতের বিরাট কোহলির কাছ থেকে শেখার কথা জানিয়েছেন রিজওয়ান। বলেছেন, ভারতের ব্যাটিং তারকাকে তিনি সম্মান করেন।

পাকিস্তান-আয়ারল্যান্ড ম্যাচে রিজওয়ানের মুখে কোহলির প্রসঙ্গ এসেছে একটি কীর্তির সূত্র ধরে। আইরিশদের বিপক্ষে ৭৫ রানে অপরাজিত থাকা রিজওয়ানের টি-টোয়েন্টি গড় এখন ৫০.৩৮। ম্যাচসেরার পুরস্কার নিতে গেলে সঞ্চালক রিজওয়ানকে মনে করিয়ে দেন, বর্তমানে শুধু তাঁর এবং কোহলিরই টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং গড় ৫০। রিজওয়ান তখন বলেন, 'তিনি ভালো খেলোয়াড়। তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আমি তাঁকে সম্মান করি।'

'চিতার চলাফেরা, বাজ পাখির নজর আর রোহিতের ব্যাটিং-দক্ষতা নিয়ে সংশয় করতে নেই'

আপনজন ডেস্ক: ভারত বিশ্বকাপের দল দেওয়ার আগে বিরাট কোহলির স্ট্রাইক রেট নিয়ে কী আলোচনাটাই না ছিল! এবারের আইপিএলের প্রায় শুরু থেকেই শীর্ষ রানসংগ্রাহক তিনি। ৬৬.১০ গড়ে ৬৬১ রান নিয়ে এখনো কোহলি রান তোলায় সবার ওপরে। কিন্তু তাঁর স্ট্রাইক রেট অনেকেরই পছন্দ হচ্ছিল না। তাঁকে বিশ্বকাপ দলে জায়গা দেওয়া উচিত কি না, তা নিয়েও চলেছে তর্ক।

কোহলিকে বিশ্বকাপ দলে রাখার পর আলোচনা এখন রোহিত শর্মাকে নিয়ে। এবারের আইপিএলের শুরু থেকে ভারত অধিনায়কের বাজে ফর্ম ভাবিয়ে তুলছে সাবেক ক্রিকেটার ও সমর্থকদের অনেককেই।

ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান সম্প্রতি এক্সে লিখেছেন, 'হার্দিক পান্ডিয়া আর রোহিত শর্মার ফর্ম মুম্বাই এবং ভারতীয়দের জন্য ভীষণ উদ্বেগের। আপনারা শুধু আশা করতে পারেন, তারা দ্রুতই ছন্দে ফিরবে।'

মুম্বাইয়ের সমর্থকদের অবশ্য এখন আর উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু বাকি নেই। এর মধ্যেই আইপিএলের এবারের আসর থেকে ছিটকে পড়েছে দলটি। কিন্তু ভারতের সমর্থকেরা রোহিতের ফর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন হতেই পারেন। ১ জুন থেকে যে শুরু হতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque